কাব্যগ্রন্থ

ভালোবাসা খণ্ডকাব্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

অকতাভিও পাজ-এর কবিতা 4
অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী 5
অমৃত শিশুরা........ 6
আমাকে ধরো ধরো 7
আয়নার মানুষ........ 8
এই অনিত্যে এমন মায়া........ 9
এত প্রশ্ন, এত প্রশ্ন 10
ওরা........ 12
কবির বাড়ি........ 14
কাঁচপোকার চোখের আয়নায় 15
কাকে যে বলি 16
খণ্ডকাব্য 17
চিঠির উত্তর 17
চোখের এক পলক 18
জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা 19

ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে 20
দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও 21
দুটি গাছ 22
নতুন লেখা 22
নিতান্তই একজন মানুষ 24
নীরব সংসার 27
নীরার কৌতুক 27
প্রেম বিষয়ক কিছু কথা 28
বকুলতলায় 30
বর্ষার গান 31
বাঁশির শব্দ 32
বিন্দু বিন্দু 33
ব্যর্থতার কথা 38
বড় মানুষের ঝি 40
ভোরবেলার স্বপ্ন 41
মধ্য দিনমানে 45
মন্দির-কাহিনী 47
মায়ের চিঠি 48

রাজকুমারী ও এক ভিখারি 49
লেখা আর ঘুম 51
শিল্প ও ছন্দপতন 51
শুধু একটি ঝলক 52
শেক্সপিয়ারের অপ্রকাশিত প্রেমের কবিতা 53
সময় তখন খেলার সঙ্গী 63
সহসা ফিরে দেখা 64
সাত সকালে নীরা 65
'সারাদিন ছুটি আজ...' 66
স্থির মুহূর্ত 67

অকতাভিও পাজ-এর কবিতা

কোচিন

১
সারি সারি নারকোল গাছের মধ্যে
ছোট্ট সাদা রঙের
পর্তুগিজ গির্জাটি
পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁকি মেরে
দেখছে আমাদের চলে যাওয়া।

২
দারচিনি রঙের সব পাল
শনশনে বাতাসে তুলে নেয়
শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বুক

৩
ফেনায় তৈরি শাল জড়িয়ে
চুলে জুঁইফুল
কানে সোনার দুল
তারা সন্ধে ছ'টার প্রার্থনা সভায়
মেক্সিকো শহর বা কাদিজ- এ নয়
ত্রিবাঙ্কুরে।

৪
নেস্টোরিয়ান পেট্রিয়ার্কের সামনে

আমার ধর্ম-অবিশ্বাসী হৃদয়
আরও প্রচণ্ড উত্তাল।

৫
খ্রিস্টানদের সমাধিভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে
অন্ধবিশ্বাসী
সম্ভবত শৈব
গোরুগুলো।

অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী

তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
সহ্য করতে পারি না পারি না পারি না
রাস্তায় ঘুরি, চটিটা হঠাৎ ছিঁড়ল
আমারই ছিড়বে, অন্য কারও তো ছেঁড়ে না
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে? সারা রাত আলো জ্বলেছে
চিঠিখানা এল তারিখ পেরিয়ে পরদিন
ঝাড়গ্রাম যাব, সেদিনই শহরে হরতাল
কবিতায় আসে বার বার ভুল ছন্দ
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে, সারা রাত আলো জ্বলেছে–

আমার রাত্রি বিছানায় ছটফটানি
আমার স্বপ্ন গুঁড়োয় হামানদিস্তে
ভুল ঠিকানায় কাকে যে গিয়েছি খুঁজতে

নাম মনে নেই; খোঁজাটাও বুঝি ছলনা
হে জীবন, তুমি সাতাশ বছরে ভ্রান্ত
হে সময়, তুমি প্রহেলিকাতেই দীর্ণ
সোজাসুজি পথ ডুব দিতে গেল নদীতে
কেউ কি ডাকল, কেউ না শুধুই বৃষ্টি
কোনাকুনিভাবে তাকালেই চোখে পড়বে
তিনতলার ওই রঙিন কাচের জানলা
কে থাকে ওখানে, সারা রাত আলো জ্বলেছে
সহ্য করতে পারি না পারি পারি না!

অমৃত শিশুরা

পৃথিবীর পেট ছিঁড়ে ছিড়ে খায় শতাব্দীর অমৃত শিশুরা
চতুর্দিকে হা-হা শব্দ, আরও চাই, আরও দাও, দাও
স্তন্য নয়, স্তন দাও, পীযূষ কে চায়, দাও রক্ত দাও, দাও
রক্তমাখা ঠোঁট নিয়ে দুনিয়া দাপায় আজ অমৃত শিশুরা।

এক বটবৃক্ষে আজ শ্বেতকেতু প্রশ্ন ভুলে প্রাণ খুলে হাসে
বৃক্ষটির পাতা নেই, ন্যাড়া ডালে শীর্ণ আলো, ক্ষুধার্ত আঙুল
চতুর্দিকে ভেদ বমি, গন্ধ চাটে গর্ভপাতে উন্মুখ আঙুল
অনাগত কালে কেউ খেলার সঙ্গীও চায় না, একা একা হাসে!

শূকরীর মতো তবু এ পৃথিবী সন্তানের জন্ম দিয়ে যায়।

আমাকে ধরো ধরো

আমাকে ধরো ধরো, তলিয়ে যাচ্ছি যে
আমাকে তুলে ধরো
ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে, আমাকে ঠেলে দেয়
হিংসা পাংশুটে।
আমাকে তুলে ধরো, অকূল কিনারায়
আঙুলে শুধু ভর
যেখানে ছিল নীলকমল কত শত
সেখানে এত ক্লেদ
হে দেশ, প্রিয় দেশ, কোথায় যাব আমি
বুক যে ভেঙে যায়
স্বপ্নে ছিলে তুমি, চক্ষু মেলে দেখি
সে দেশ তুমি নও
রক্তমাখা দিন, রক্তে ভরা নদী
সে দেশ তুমি নও
অকূল কিনারায় আঙুলে শুধু ভর
দ্বিধার এক পল
চরম চলে যাব, কাচের মতো মিহি
ধুলোয় মিশে যাব
বুক যে ভেঙে যায়, আমাকে ধরো ধরো
কেউ কি বলবে না
যেও না থাকো থাকো, দ্যাখো এ করতলে
তোমার নাম লেখা

এদিকে চোখ রাখো, কাঙাল, চেয়ে দেখো
ফিরেছে ভালোবাসা!

আয়নার মানুষ

কেন সেই দিনটির কথা মনে পড়ছে বারবার?

সেই আমার উনত্রিশ বছর বয়েস, সেবারের সেই শীত
আমার প্রবাসী ঘরে, একদিকের দেয়াল জোড়া আয়না
সেটাই আমার একমাত্র বিলাসিতা
তার সামনে উলঙ্গ হয়ে নিজের সঙ্গে বেশ কথা বলা যায়
কদিন ধরে তুষারপাত হচ্ছে একরাশ নীরবতা
ঘিরে আমি এক শৃঙ্খলহীন নিজের স্বাধীন দরজায় বন্দি
ঘরের উত্তাপ বড় বেশি, গেঞ্জি-জাঙ্গিয়াও খুলে ফেলতে ভালো লাগে
আমার সারা গায়ে রোম, বিবর্তনের পথে কি এক ধাপ পিছিয়ে?
অনায়াসেই আমাকে এক শিম্পাঞ্জির মাসতুতো ভাই বলা যায়
সেই প্রথম নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম, কী চাও তুমি?
এই ছন্নছাড়া, ভ্রাম্যমাণ জীবন, এরপর কোন্ দিকে?
এখানে সবাই রয়েছে, কাবার্ড ভর্তি পানীয়, এবং টেলিফোন
তুললেই ছুটে আসবে প্রিয় বান্ধবী, এবং সবকিছু
জানলার ওপাশে কয়েক হাজার মাইল দূরে কলকাতা
কেন টানছে, কেন এখানেই থেকে যাবে না, কী তোমার ভালো লাগে
আয়নার মানুষ বলো বলো, কী তোমার অন্বিষ্ট?
দু'জনেরই চোখে জল আসে, একজন আর একজনকে বলে
একটাও কি সার্থক কিছু লিখে যেতে পারব এ জীবনে?

যখনই লিখতে বসি, দেখতে পাই সেই আয়নার মানুষটির কান্না...

এই অনিত্যে এমন মায়া

তিন আঙুলের একটা জীবন, সাত শো মাইল অন্ধকার
সাত শো মাইল অন্ধকারে একটা বিন্দু, একটা জীবন
তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, মধ্যে একটা শাপলা ফুল
আবার বলি, তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, ভরা বিষাদ
মধ্যে একটা শাপলা ফুল
সেই ফুলটাই চক্ষু টানে, এই অনিত্যে এমন মায়া

ছদ্মবেশে ঘুরছি ফিরছি, ডুবে যাচ্ছি নিজের মধ্যে
গভীরতায় ডুব সাঁতার, কালের চেয়েও আরও অধিক
সবাই জানে সুসামাজিক, গ্রীবায় নেই ভুলের রেখা
ঠিক ছন্দে পা মেলাচ্ছি সবাই দেখে, কেউ জানে না
ভালোবাসার কাঙাল একটা ভিক্ষে করে দু'বেলা খায়
ভালোবাসার কাঙাল একটা ভিক্ষে করে দু'বেলা খায়
ভালোবাসার গোলকধাঁধায় ভালোবাসাকে খুঁজে বেড়ায়
ভালোবাসায় দু'হাত ভরা, ভালোবাসায় চক্ষে আঠা
বুকের পাশে ভালোবাসা, পায়ের নীচে ভালোবাসা
আবার বলি, তিরিশটা হ্রদ ভরা বিষাদ, ভরা বিষাদ
মধ্যে একটা শাপলা ফুল
সেই ফুলটাই চক্ষু টানে, এই অনিত্যে এমন মায়া!

এত প্রশ্ন, এত প্রশ্ন

শীত এলই না, বইতে লাগল বসন্তের হাওয়া
(হাওয়া'র বদলে প্রথমে বাতাস লিখেও কেটে দিয়েছি)
এবার ক্যালেন্ডারে বসন্তের আগে ভাগেই পাত পেড়ে
বসে যাবে গ্রীষ্ম
হিংসের মতন রোদ্দুর বুক চাটবে ধরিত্রীর
(ধরিত্রী, না পৃথিবী, না মাটি পাথরের বস্তুবিশ্ব?)
তা আসুক না চড়া রোদ, আমি গরম ভয় পাই না!
সইয়ে নিতে হবে গরম, আরো বাড়বে, গরম তো ক্রমশই বাড়বে
শরীর গরম, আমার নোখের ধুলোও গরম
(আরও কোনো কোনো অঙ্গ তপ্ত লোহার মতন হলেও তা
লেখা ঠিক কী?)
বাজার গরম, হাওয়া গরম, চোখ গরম, চাটু গরম
এমনকী কোনো দুঃখও আর স্যাঁতসেঁতে হবে না,
পান করতে হবে গরম গরম
(এক সঙ্গে এত গরম কি কবিতা সহ্য করে? উষ্ণ শব্দটি
যে ঠিক মানাচ্ছে না!)

দুঃখ কি পান করি, না উপভোগ, না গায়ে মাখি?
হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে, জ্বলছে চিরহরিৎ অরণ্য
(গুলি না গুলো? অরণ্যের বদলে বন, না জঙ্গল, না
শুধু গাছপালা?)
তার আগে দুঃখের মীমাংসা হোক, কার দুঃখ, কীসের দুঃখ
ধরা যাক, একটা সীমান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি,

এক্ষুনি ভেঙে পড়বে রেলিং

(আগের লাইনটি আবার একটু অন্যরকম)
ধরা যাক, ঠেলতে ঠেলতে আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে এক সীমান্তে
পাশেই একটা সুবিশাল খাদ, যেমন গ্র্যান্ড কেনিয়ান, এখানে
দুঃখের কি কোনো স্থান আছে,
না আমরা ডানা চাইব?
ধরা যাক, দরজার আড়ালে উন্মুখ নারীর সঙ্গে চকিতে
শরীর মিশিয়েছি, পাখির মতন
ঠোঁটে ঠোঁট, হঠাৎ এসে পড়ল কোনো শিশু
(আঃ ফের ঝামেলা, নারী না মেয়ে? পাখির উপমা কেন,
শিশুটি কি বাচ্চাবেলার আমি?)

ধরা যাক, সূর্য নিবে গিয়ে জ্বলে উঠল জুপিটার
সমস্ত গরমের চেয়েও গরম এক অগ্নি-নরক টান মেরেছে
মানব সভ্যতাকে
তখন কি দুঃখ নামে এক সমুদ্রে ডুব দেওয়াই
একমাত্র বাঁচা?

আচ্ছা, অঙ্ক কষা ভবিষ্যৎ থাক, কল্পনায় কাছাকাছি আসা যাক
সে রকম কোনো দিনে তুমি আর কবিতা পড়বে না? তোমাকে
আর চিঠি লিখব না?

তোমাকে ভালোবাসা জানাব কোন্ ভাষায়?
(এত প্রশ্ন চিহ্ন, এত প্রশ্ন চিহ্ন)
হঠাৎ ভেতর থেকে উঠে এল একটা প্রবল অট্টহাসি
সমস্ত প্রশ্নের গালে থাপ্পড় কষিয়ে বলল, ওরে পাগলা

এত গরম, ঘাম, নর্দমা, বিষ বাষ্প, গ্রীন হাউজ এফেক্ট
সব কিছু ছাপিয়ে এক পরিষ্কার শূন্যতায় যে ছবিখানি,
অসংখ্য হাত বাড়ানো রয়েছে সেদিকে, দেখছিস না?
একটা মালা দুলছে, একটা মালা দুলছে,
দুলছে, দুলছে, দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে।

ওরা

ওরা একটা বোমা বানাচ্ছে, যাতে সব মৌমাছিরা শেষ হয়ে যাবে
মৌমাছির সঙ্গে ভোমরা, ফড়িং টড়িং-এর মতন পোকা মাকড়
আর কোনো ক্ষতি হবে না
বাঁচা যাবে। মৌমাছিরা আর হুল ফোটাতে পারবে না মানুষকে
মানুষকেও আর চুরি করতে হবে না পরের ঘরের মধু
হ্যা, মধু আর পাওয়া যাবে না অবশ্য, তাতে আর এমন কী
'মধ্বাভাবে ঘুড়ং দদ্যাৎ' কথা আছে না?
মধুর অভাবে গুড়, কিংবা চিনি, চিনি তো থাকছেই
মানুষের ঠোঁটে ও জিভে মিষ্টির কোনো অভাব হচ্ছে না
শুধু ফুলগুলো ঠায় বসে থাকবে প্রতীক্ষায়
প্রেমিকের প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় বেলা যাবে, সে আর আসবে না গুনগুনিয়ে
এক সময় তারা নেতিয়ে পড়বে
প্রেম না পেলে ফুল বাঁচে না, ওরা তো আর মানুষের মতন নয়
চারদিকে তাকিয়ে দেখো সারা পৃথিবীতে আর একটাও ফুল নেই
'ফুল ফুটুক না ফুটুক তবু বসন্ত' আসবেই নিশ্চিত
ফুল টুল নিয়ে অনেক কবিত্ব হয়েছে, আর অত আদিখ্যেতার দরকার কী

আগামী শতকে ফুল ছাড়াই দিব্যি চলে যাবে
তবু যদি মন কেমন করে, ঠিক আছে, কাগজের ফুল অনেক বেশি বাহারী
আম কাঁঠাল-জম্বুরার মতন বড় বড় ফলগুলো নাকি ছোট্ট ছোট্ট ফুল থেকে হয়?
ফুল তবে শুধু টেবিল সাজাবার জন্য নয়, কোমল হাতের জন্য নয়
ফুল নেই, তাই ফল নেই, কাগজের ফুল থেকে ফল ফলাতে পারবে বিজ্ঞান?
মা ফলেষু কদাচন
অত ফলের জন্য লোভ করতে শাস্ত্রেও বারণ করেছে
ফল বাদ যাক, আজকাল বিধবারাও তেমন ফল খেতে চায় না
আম-কাঁঠালে নীল মাছি আসে, কলার খোসায় পা হড়কায়
এসব আপদ থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে
ধান-গম-যবের দানা, এগুলোও আসলে ফল, আগে খেয়াল হয়নি
তা হলে তো একটু মুশকিল
ফুল না ফুটলে ফসলের খেতগুলোও খাঁ খাঁ করবে
দুনিয়ার সব ভাঁড়ার ফুরোলে টান পড়বে যে ভাত-রুটিতে
রুটি নেই তো কী হয়েছে, কেক খাও, কেক খাও, বলেছিলেন না এক রানি?
নাঃ, সে আপ্তবাক্যে বিশেষ সুবিধে হয়নি
ভাতের বদলে কি প্রাথমিক শিক্ষায় পেট ভরবে, বলে দিন না অমর্ত্য সেন স্যার
কিংবা ভাতের বদলে ধর্ম চুষে চুষে খাবো?
অন্ন চিন্তা চমৎকারা কা তরে কবিতা রুথঃ!
খালি পেটে কবিতা হবে না, সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়াও যাবে না
সামান্য চাষাভুষোদের এতখানি কর্তৃত্ব মানুষের শিল্প-সংস্কৃতির ওপর?
নাঃ, মুশকিলটা যাচ্ছে না, উল্টো দিকে ফেরো, উল্টো দিকে ফেরো
ঘুরে দাড়াও, আগে ধরে আনো যত নষ্টের গোড়া ঐ মৌমাছিটাকে
কিন্তু এখন আর তা কী করে হবে, দেরি হয়ে গেছে দেরি হয়ে গেছে অনেক
ওরা যে আগেই বুকের মধ্যে সোনার কৌটোয় রাখা মৌমাছিটাকে

বিষের ধোঁয়ায় মেরে ফেলেছে।

কবির বাড়ি

বগুড়া রোড, বাঁকের মুখে বাড়ি
টালির চাল, কাঁঠাল গাছের ছায়া
কালকাসুন্দি, হেলেঞ্চার বেড়া
শীতের রোদে ছড়িয়ে আছে মায়া।

সদর দ্বার আধেকখানি খোলা
কেউ কি আছে? বাগান বেঁচে আছে
নরম মাটি, মৃদু পায়ের ছাপ
ইষ্টকুটুম পাখিটি নিম গাছে।

কবির বাড়ি, কবি এখন নেই
শতাব্দীও ফুরিয়ে এল ক্রমে
বাতাসে ওড়ে ছিন্ন ইতিহাস
জীবন ভাঙে ইতিহাসের ভ্রমে।

কবির বাড়ি, কবি এখন সেই
তা হলে আর ভেতরে কেন যাওয়া
একটা ভোমরা গুনগুনোচ্ছে একা
শব্দটুকুই পাওয়ার মতন পাওয়া।

কাঁচপোকার চোখের আয়নায়

প্রৌঢ়টির চোখের পর্দায় একটি অদৃশ্য নারীমুখ
কুয়াশা এগিয়ে আসছে, এক্ষুনি নদীর সঙ্গে শুরু হবে রতি
মানুষটির পায়ের নীচে যে ভূমি, সেখানে গুঁড়ো গুঁড়ো
নক্ষত্র-কণা
সে ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করে, তার মাথা ছাড়িয়ে যায়
রুদ্র পলাশের চূড়া
আর উঁচু হয়ো না অ্যারিস্টটল, আকাশে মাথা ঠুকে যাবে যে!

এর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল তমসা নদীর তীরে
ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির বধের সময় এ বলল,
বেশ করেছিস নিষাদ!
অন্যজন চোখের জলের সঙ্গে উচ্চারণ করল শ্লোক
সঙ্গে সঙ্গে দু' দিকের দুটো রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল
সাদা কালো মানুষ
ভেসে আসছে শরীরবাদীদের উদাস বিরহের গান
একটা ঘাসের ডগা কাপছে স্বপ্ন-দেখা চোখের পাতার মতন
ভোরের আলোয় ঝরে পড়ছে স্বর্গের বেহালা বাদকদের
লোকসঙ্গীতের সুর
দশই জানুয়ারি, ষোলোশো দশ, গ্যালিলিও গ্যালিলি
হাপিস করে দিলেন সেই স্বর্গ!

যারা স্বর্গ-বেশ্যাদের নাচের ঘূর্ণির পায়ে নিবেদন করেছিল
তপস্যার পুণ্য

তারা এখন সোনাগাছি খুঁজতে খুঁজতে হারিয়ে যাচ্ছে অনবরত
পিঁপড়েদের শোভাযাত্রায়
বস্তুবিশ্ব বহুরূপী গিরিগিটির মতন রূপ বদলাচ্ছে বারবার
আকাশে আকাশ নেই, সময়ের শুরু ও শেষ নেই, তুমি কেন
জন্মেছিলে মানুষ?
সামান্য এই প্রশ্নটির উত্তর পেলে না আজও
জানলার পর্দা, রোদ্দুরে সোনার ফ্রেম, কাঁচপোকার চোখের
আয়নায় এ আমি কী দেখলাম?

কাকে যে বলি

দিনের বেলায় ছিল আঁকিবুকি জীবন, একটা কবিতা পড়ে
মন ভালো হয়ে গেল

এ কথা কাকে যে বলি, কেই বা বুঝবে!
বৃষ্টি এল কি এল না, আকাশ মেঘলা
লুপ্ত চাঁদ

আমার একটা হারানো বোতামের জন্য কষ্ট হল
এ কথা কাকে যে বলি, কেই বা বুঝবে

বুঝবে না, আসলে বোঝানো যাবে না, আত্ম পাগলামির
এ এক নিভৃত জগৎ

তোমাকে মুখোশ পরতেই হবে, ভড়ং দেখাতেই হবে,
তোমার নকল কণ্ঠস্বর
নাটকের মতন উঠবে নামবে, তুমি হাসবে

আসলে আমি যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি
কেউ বুঝবে না, বোঝানো যাবে না।

খণ্ডকাব্য

যাকে ভালোবাসি তার ঘুম, তার ঘুম ছাওয়া মুখখানি এমন অচেনা!
পাশে যে রয়েছে শুয়ে, সে কে? সে কোথায়?
শরীর আলাদা কথা, এমনকি খোলা চুল, ভ্রূসন্ধিতে ঘাম
সেও তো শরীর, পায়ে স্তব্ধ অস্থিরতা, আর উরুর উত্তাপ
তবু যেই পাশ ফেরা, আধো মুঠি, ওষ্ঠে কোন্ মায়া
অসমাপ্ত এ জীবন, ভালোবাসা অলীক ভ্রমর
অথবা উপমাহীন, বাথরুমে মৃদু আলো, কেউ তো জাগে নি
বন্ধ জানলার কাচে রাত পোকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, শব্দ হয়
সে শুয়ে রয়েছে খোলা চুলে, ক্ষীণ শায়ার দড়িতে
ঘুম বিহারিণী, তুমি কোন্ রাজ্যে, কোন্ পথিকের সহচরী
যেমন আমার স্বপ্নে তুমি নেই, সে কথাটা বলেছি কখনো?
জাগরণ দিয়ে ঘেরা যতটুকু, তার বাইরে নিষিদ্ধ সীমানা
জাগরণ দিয়ে ঘেরা যতটুকু তাই বাইরে আমরা কেউ নই
ভালোবাসা খণ্ডকাব্য, বাকিটুকু লেখাই হবে না।

চিঠির উত্তর

উত্তর দেব ভেবে চিঠিখানা রাখলাম একটা বইয়ের ভাঁজে
তারপর কখন টেবিল থেকে সরে গেল বইটি

তারপর দিনের পিঠে লাফিয়ে পড়ল আর একটি দিন
পরদিন আকাশ চিরে বিদ্যুৎ ঝলকের পর নামল
সতেরো কোটি বৃষ্টির ফোঁটা
মাঝপথে একটা ট্রেন থেমে গিয়ে হুইল্ল দিতে লাগল ঘন ঘন
বিদ্যুৎ উধাও হয়ে সন্ধেবেলাটি হল আদিমকালের মতন
সকালবেলার খবরের কাগজ রক্তে মাখামাখি
ক্যাস্ট্রো কি ক্লিন্টনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন,
না মেলান নি?

তাতে আমার কিছু যায় আসে?

কী বই ছিল সেটা, কিছুতেই মনে পড়ছে না
ঢাকনা-খোলা ড্রেনের মতন মনের মধ্যে অনবরত জমা হচ্ছে।
ইতিহাসের বহু অমীমাংসিত বঞ্চনার কাহিনী
প্রত্যেক দিন যত সিঁড়ি দিয়ে উঠি, তার চেয়েও বেশি সিঁড়ি দিয়ে নামি
কত বই নিজেরাই হারিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল
একটা চিঠির উত্তর প্রস্তুত হয়ে আছে বর্ণে বর্ণে
লেখা হবে না কোনোদিন।

চোখের এক পলক

আমার উপহার পাওয়া ডায়েরিটির বাঁ দিকের পাতায় পাতায়
রামায়ণের স্কেচ
আজকের পৃষ্ঠায় সীতা হরণের ষড়যন্ত্র করছেন মারীচের
সঙ্গে রাবণ
সীতার মুখের সঙ্গে তোমার মুখের আশ্চর্য আদল, নীরা

এই শিল্পী কি তোমাকে চেনে?
কে তোমায় অশোকবনে বন্দিনী করে রেখেছে?
কেউ না৷ তোমার গায়ে হাত ছোঁয়াবে, এত সাহস দশ লক্ষ
রাবণের নেই
তবু তুমি কোথায়, কতদিন দেখিনি, কোথায়, কোথায়?
বাক্য দিয়ে খুঁজি, সুর দিয়ে খুঁজি, রং দিয়ে খুঁজি
এই বিদ্যুৎ ঝলক সহসা, এই প্রগাঢ় তমস
এই হাটবাজার, এই শান্তিনিকেতনের নির্জন রাস্তা
এই অন্তর্ধান, এই সম্প্রকাশ, আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছ
বাসস্টপের দিকে
লাল রঙের চটি, ঠোঁটে লোরেণু, আঁচলে ঝড়ের ঝাপটা
রাবণ-টাবণ সব এলেবেলে, চোখের এক পলক ফেললেই
সব অন্যরকম!

জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা

তিনদিন শুয়ে আছে, নীরা, চোখের পাতায় ভাঙা ভাঙা ঘুম
জ্বরের বিছানা জুড়ে, সিলিং-এ, খাটের নীচে স্বচ্ছ প্রজাপতি
মশারির বাইরে শীত, বাথরুমে ঠিক ঝর্না পতনের ধ্বনি
মেরুন চাদরে মুড়িসুড়ি, শুধু পা দুটিতে রোদ আঁকিবুকি

জ্বর অতি চমৎকার, শুয়ে থাকো, নীরা, তুমি আপেল খেও না
আঙুর না, বেদানা না, হাসপাতাল নয় তো, নিজের শয্যায়
কিছুই খাবে না, বই পড়বে না, লক্ষ্মী সোনা, চোখ খোলা রাখো
ডাক্তারকে লঘু হাস্যে বলে দিও, ছুটি নিয়ে কাঠমাণ্ডু যাক!

বহুদিন দূরে ছিলে, আজ এত কাছে যেন মহাশূন্যে দেখা
মহাশূন্য? নীল রঙে ভেসে ওঠা নির্জনের এই সমারোহ
না-দেখা জাজ্বল্যমান, শিল্পের সমূহ টান, এত ছবি লেখা
শরীরে পাও না টের, নীরা কারও নিশ্বাসের বিশল্যকরণী?

ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে

কী মুস্কিল, একটা ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে
উঠে পড়লুম ভুল বাসে
তারপর বদলে গেল সব রাস্তা
এত সব অচেনা ভুরু কোঁচকানো মানুষ
অন্যরকম গাছপালা, নীল রঙের বৃষ্টি হয়ে
গেল এক পশলা
বাস থেকে নামতেই বাড়িগুলি সব সাদা রঙের
এক রকমের বন্ধ দরজা
হলুদ রঙের নারীরা দাঁড়িয়ে ঝুল বারান্দায়
কোথাও ফুল দেখছি না, তবু এত ভ্রমর কেন?
ঠিকানা খুঁজব কী, একজন জিজ্ঞেস করল
তুমি কে?
আর সবাই তর্জনী দেখিয়ে হাসছে
আমার শরীর ছোট হতে হতে একটা ল্যাংটো শিশু
অগত্যা দৌড় দৌড় দৌড় উল্টো দিকে
একদম পৃথিবী পেরিয়ে…

দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও

নীরা, তুমি আধো অন্ধকার এক ঝুল বারান্দায়
দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও
জোনাকির ঝিকিমিকি, গুপ্ত চোখ, ছোট ছোট চাওয়া
বড় ঢেউ ছোট ঢেউ বাতাসের কিংবা সমুদ্রের
বালির পাহাড় ভাঙে, স্নিগ্ধ উপত্যকা
দাঁড়িয়ে রয়েছ একা, ঠিক একা নও
তোমার শরীর ঘিরে এত উষ্ণ শ্বাস
কে ডেকেছে? চাঁদ নয়, একবার মুখটি ফেরালে
এদিকে নিছক নশ্বরতা, সভ্যতার শেষ, আর অন্য দিকে
দাউ দাউ অগ্নি। ঠিক রোমকূপে আগুন শরীর
আকাশের পেট চিরে জ্বলন্ত উল্কার ছোটাছুটি
নৈঃশব্দ্যের কথকতা, দেখা যায় না বুক থেকে বুকে
এত ঝড় বিনিময়, এক মৃত্যু থেকে
আর এক সুদূর যাত্রা, নীরা, তুমি একা
দাঁড়িয়ে রয়েছ চুপ, ঠিক একা নও, অন্ধকার মধ্যযামে
ছদ্মবেশী ক্রুবাদুর কোথাও পেয়েছে মরীচিকা
দু'হাতে আচমন করে রূপ, তার পদপ্রান্তে ধর্ম, অর্থ, কাম
নিরালার নারী, তুমি টের পাওনা স্তনাগ্রে সহসা
চিবুকে, ঊরুতে কোনো ব্যর্থ প্রেমিকের ছোঁয়া, কত যে সুদূর!

দুটি গাছ

একটি গাছ ফুলের বদলে অজস্র জোনাকিতে সেজে আছে
আর একটি নিঃস্ব গাছ দেখছে পাশ থেকে
চোখ নেই, তবু দেখে, কান নেই তবু শোনে, পেট নেই
তবু খায়, মাথা নেই তবু চিন্তা করে
এমনই প্রাণী এই গাছেরা
বিশুদ্ধ গান শুনলে খুশি হয়
ওদের কি ঈর্ষা আছে, কিংবা লোভ, প্রতিহিংসা?
ওরা ভালোবাসার মতন কত কী দেয়, বিনিময়ে
চায় কি কিছু?
আমি পাশের বঞ্চিত গাছটির দিকে চেয়ে আছি
যেন শুনতে পাচ্ছি ওর কান্না
জোনাকি মগ্ন গাছটিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায় না
দুঃখের এক একটি বিন্দু উঠে আসে কোন অতল থেকে
মনে পড়ে যায়, মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

নতুন লেখা

নতুন কী লিখছেন, সুনীলবাবু? আপাতত কিছু না
কেউ বিশ্বাস করে না
যদি বলি, একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছি
সবাই অন্যমনস্ক হয়ে যায়, হঠাৎ বলতে শুরু করে
আজ রাস্তায় ট্রাফিকের বড় গোলমাল

নতুন লেখা মানেই লম্বা-লম্বা উপন্যাস
সে-রকম কয়েকখানা লিখে অন্যায় করে ফেলেছি?

এখন রাত পৌনে-একটা, আজ আকাশ অদৃশ্য
কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সরস্বতী-বিসর্জনের খুব হই-হল্লা ছিল
এবারে একটিও সরস্বতী মূর্তির সামনে দাঁড়াইনি
এখন দূরে-দূরে কিছু আলো শান্তভাবে ঘুমন্ত
দিনের বেলা পিকনিকে যথেষ্ট পানাহার ছিল, রাত্তিরে আবার
কেন হুইস্কি খাচ্ছ? স্বাতী খুব নরম, মৃদু অনুযোগ করেই
চলে গেল বিষয়ান্তরে, তারপর শুতে চলে গেল
হ্যাঁ, সত্যি আমি বেশি-বেশি পান করছি, বেশি-বেশি সিগারেট
কেন? কেন?
কোনও ব্যর্থতাবোধ থাকার কথা নয়, বেশ তো চমৎকার জীবন
তবু এই রাত্তিরে চুপ করে বসে থাকি, বিছানা ডাকে, যাই না
চিন্তাকেও স্তব্ধ করে রাখি, স্তব্ধতাকে আদর করি
নাঃ, কোনও অনুতাপ নেই, আঙুলে কোনও পাপ নেই
কলম সরিয়ে রেখে চেয়ে থাকি সাদা পৃষ্ঠার দিকে
যা-যা লিখতে পারিনি, তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই
এত-এত লেখা, তার পরেও সংখ্যাহীন না-লেখা
তারা হাসে, হাত ধরে নাচে, চোখ টিপে সরে যায়
যেন একটা মঞ্চ, এই খালি, এই ভর্তি, উইংসের একপাশে ওরা
অন্যপাশে উঁকি দেয় কে? চেনা-চেনা লাগে, চিনতে পারি না
আরও আড়ালে চলছে পাশাখেলা, একজন চোখ-ভেজা রমণী
আর তার বিপরীত দিকে...এই, এই, ভুল চাল দিয়ো না!

নিতান্তই একজন মানুষ

এসো, এবার সবাই নিজের নিজের দরজায় ঢুকে যাই
একজন রাত জেগে বসে রইল বাইরে
এসো, সকাল হয়েছে, কত রকম লাইনে দাঁড়াতে হবে
একজন সরে গেল আড়ালে
এসো, এবার একসঙ্গে হাত বজ্রমুষ্টি করি
শুধু একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না
সেই একজনের জন্য এত ব্যাকুলতা, এত চোখ-ছোটাছুটি
সে কোথায়, সে কেন অদৃশ্য হয়ে গেল
যেন সব কিছু থেমে যাবে
তাকে আগে চাই, ধরে আনন, সবার সামনে দাঁড় করাও
অথবা কাঠগড়ায়
নইলে যে কারুর ঘুম আসছে না, সব লাইন শুনশান
একজন নেই, তাই কারুরই কাজে মন নেই
হঠাৎ বৃষ্টি নেমে পায়রার দঙ্গলের মতন সবকিছু ছত্রভঙ্গ
আকাশ-বাতাস, গলি-খুঁজি তাকে লুকোতে পারবে?
অথচ কোনও চেনা বাড়িতে সে নেই, সমস্ত অচেনা বাড়ির
জানলা খোলা
উল্টো-সোজা মানুষেরা হাত তুলে বলছে
আমি নই, আমি নই
কেউ তার মুখ মনে রাখেনি, এমনই মনে-না-রাখার মতন মুখ
কেউ তার নাম মনে রাখেনি, এমনই মনে-না-রাখার মতন নাম
যদিও সে ছিল চায়ের দোকানে, পার্কে, তোমার আমার

পাশে পাশে, কখনও একটু থেমে, জুতোর ফিতে বাঁধতে
দেরি করে
সে কোথায় পালাল, তাকে না পেলে যে সবকিছু ব্যর্থ!

সে এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে এক ধু ধু দিকশূন্যপুরের
দিকে
কোন্ দিক সে জানে না, তবু ওই দিকেই যেন তাকে যেতে
হবে
গাছের ছায়া হাতছানি দিচ্ছে তাকে
দু' একবার থমকে গিয়ে, নষ্টচন্দ্রের শৈশবের চোখে তাকিয়েও
সে থামছে না
তার ভয়বোধ নেই, তবু সে হারিয়ে যাচ্ছে
বিশ্বাসের সংঘাত নেই, তবু সে নিঃসঙ্গ
সে অনেকের হাত ধরেছে, কিন্তু পায়ে পা মেলাতে পারেনি
সে মিলিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে
খাল পেরুবার ছোট্ট একটা সাঁকো
তার নীচে খুব মায়াময় একটুকরো আকাশ
বাঁশঝাড়ের সরসর শব্দে আবহমানের বাল্যকাল
টনটনে দুঃখময় ভালোবাসার মতন
একটা নদীর বাঁক
বাতাস ওড়াচ্ছে কাশফুল, অথবা কাশফুল
উড়তে চাইছে বাতাসে
যেমন একদলা মাটি পুতুল হতে চেয়েছিল
পুতুলটাও হঠাৎ ফিরে যেতে চায় মাটি-জন্মে
ফল ফিরে যেতে চায় ফুলে, নর্তকী ফিরে যেতে চায়
মাতৃগর্ভে

ইস্কুলমাস্টাররা ছাত্রজীবনে, পিতার ছবি
তার সন্তানের মুখে
সে কোথায় ফিরে যেতে চায়, তালকানা, বর্ণকানা
জন্মান্ধের মতন?

যেখানেই যাক না, ছেড়ে দাও না ওকে
একজনই তো মোটে, এলেবেলে, কিছু না
ও তো আলাদা কণ্ঠস্বর তোলেনি
ফিসফিসিয়ে ও বলেনি কিছু
সন্ধে কিংবা রাত্রিভভার, কিছুতেই কিছু যায় আসে না
ওকে মন থেকে হেঁটে ফেলে দাও
তলোয়ারের মতন বিদ্যুৎ অথবা যুঁই সমারোহের মতন
জ্যোৎস্না
এসো, আমরা এইসব দেখি, শুরু হোক কর্মযজ্ঞ
মাঠের মধ্য দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে একজন মানুষ
চরমতম একলা, তার পায়ে বোধহয় কাঁটা বিঁধেছে
সে হাঁটছে, একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে
তবু কেন হাজার হাজার নারী-পুরুষ হ্যাংলার মতন
চেয়ে আছে তার দিকে
সুদূরে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুটি থেকে ফেরাতে পারছে না,
দৃষ্টি
কেন বাতাস এত দীর্ঘশ্বাসময়
কেন আর সব কিছু থেমে আছে?

নীরব সংসার

খাবার টেবিল, পাঁচটি মুখ, কিছু কথা কি
হবে না আজও বলা?
কীসের জন্য বৃষ্টি নামে, জ্যোৎস্না রাতে কেন বা ছলাকলা!
কাঁচা স্যালাড, গোলমরিচ, হাতবদল, আঙুলে নেই ভাষা
আলোর নীচে অনবরত পোকার যাওয়া-আসা
সামনে যারা দেখতে পাই না, আড়ালে মুখ কার
বেগুন ভাজায় নুন পড়েনি, নীরব সংসার
অতীত থেকে উদ্ভাসন, সে তুমি, কে তুমি
যেখানে ছিল শিউলি ফুল, সেখানে মরুভূমি
একটা-দুটো খেজুর গাছ, মাত্র একটু ছায়া
এসো বরং সেখানে বসি, ঝলসে উঠুক মায়া
ছবি-জগৎ, দুদিকে মুখ, ভ্রমের মধ্যে চেনা
ঝগড়াঝাঁটি হোক না তবু দক্ষিণা লাগবে না!

নীরার কৌতুক

নীরার অভিমান আমাকে সাত জন্ম নির্বাসন দেয়
আমি সইতে পারি না, পারি না, পারি না, অন্য লোকেরা
কী ভাবে সহ্য করে?
রাস্তায় কত শুকনো মুখ মানুষ দেখি, ওদের কোনো নীরা নেই?
ওগো দুঃখী পকেটমার, এক জীবন নিঃস্ব থেকে গেলে?
হায় রাইটার্স বিল্ডিং, হায় লালবাজার, তোমরা কেউ

নীরাকে চিনলে না
কী রুক্ষ তোমাদের জীবন যাপন, কী নির্মম আত্মবিস্মৃতি!
আমি কখনও অস্ত্র হাতে তুলে নিলে নীরা এই বসুন্ধরাকে
আড়াল করে দাঁড়ায়
এক এক সময় আমি অসহিষ্ণু ভাবে বলি,
খুকী, জীবনটা শুধু ভালোবাসার ছেলেখেলা নয়!
নীরা লঘু কৌতুকে উত্তর দেয়, ভালোবাসার ছেলেখেলা ছাড়া
আর সব ফুঃ!

প্রেম বিষয়ক কিছু কথা

কবি, এবারে সত্যি করে বলুন তো, মধ্যগগন পেরিয়ে সূর্য এখন
চলে যাচ্ছে মধ্য বয়েসে, যেমন আপনার বয়েস,
প্রথম ফুল ফোটার মতন যৌবন উদগমে এবং বাতাসে বন্যার জলের মতন
আরও অনেক বছর
আপনি যে সব প্রেমের কবিতা লিখেছেন, ঠিক যেন
নেশাগ্রস্তের মতন প্রেম,
এই প্রেমের দাপট কি আপনার এই বয়েসেও থাকে? প্রেম কি
সত্যিই কখনো পুরনো হয় না, হারিয়ে যায় না?
প্রশ্ন শুনে কবি স্মিতহাস্যে বললেন, তুমি সেই গল্পটা
জানো না বুঝি?
একজন রবীন্দ্রনাথকে প্ল্যানচেটে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, গুরুদেব,
মৃত্যুর পর সত্যিই কি স্বর্গটর্গ...
তরুণ প্রশ্নকারীটি ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল, আপনি আমার

উত্তর এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করলেন?
বুড়ো বয়েসে বুঝি এরকম হয়?
আমি পরকাল কিংবা স্বর্গ-নরক নিয়ে...
কিন্তু প্রেম, সে কি ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু, কিংবা
চোখ খোলা স্বপ্ন, কিংবা চার দেয়ালে বন্দির একটিমাত্র জানলা?
কবি হাসলেন, রবীন্দ্রনাথের কৌতুকটি তুমি বলতেই দিলে না
তা হলে প্রথম থেকেই এত উপমা দিচ্ছিলে কেন?

এসব প্রশ্ন করতে হয় সোজাসুজি!
তরুণটি বলল ঠিক আছে, স্পষ্টাস্পষ্টিই জিজ্ঞেস করছি, প্রেম
কতদিন টেকে বলুন তো? ক মাস? ক বছর?
একজনের সঙ্গে আজীবন প্রেম কি সম্ভব?
কবি মুচকি হেসে বললেন, আমার সোজাসুজি উত্তর, তোমায় বলব কেন?
তরুণটি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ব্যস, ভয় পেয়ে গেলেন, ভাবলেন
বুঝি আপনার ওসব মাখো মাখো প্রেমের কবিতাগুলো
আর কেউ পড়বে না?
কবি বললেন, তুমি এবার চাঁছাছোলা ভাষায় কথা বলছ
তবে আমি উপমা শুরু করি?
প্রেম একটা নদী। আসলে নদী বলে কিছু নেই অথচ
পৃথিবী ভর্তি নদীর কত নাম! কত কাব্য!
আজ তুমি একটা নদীতে স্নান করতে গেলে, কী সম্ভোগের দাপাদাপি
এক বছর পরে যাও, সেই নদীর অন্য জল, তুমিও অন্য মানুষ
ফুল আর ভ্রমরকে কতবার মেলানো হয়েছে, ফুল দুএকদিনে ঝরে যায়
ভ্রমরেরই বা কতটুকু আয়ু?
তবু ফুল ফুটতেই থাকে, ভ্রমরও আসে গুন গুনিয়ে
যেন একই ফুল, একই ভ্রমর

তরুণটি বলল, আপনি কিন্তু এখনো উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন
কবি বললেন, উপমা মাত্রই তো এড়িয়ে যাওয়া, তুমি
মধ্য গগনের কথা বলছিলে
কেন জানতে চাওনি, এই বয়সেও আমার সেই অঙ্গটি চাঙ্গা থাকে কিনা?
তরুণটি খানিকটা থতমতো খেয়ে বলল, তার মানে, তার মানে
প্রেম শুধু শরীর, মানে এতকাল যে...
কবি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, শরীরও এক শরীর নয়,
নদীর মতন, হৃদয়ও এক হৃদয় নয়, নদীর
মতন। অথচ সবই আছে।
যাও, সন্ধেবেলা একটা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকো
তোমার সঙ্গিনীর কানে কানে সুমধুর শাশ্বত মিথ্যেগুলো বলো
তাকে দুঃখ দিও না,
সে-ও তোমাকে যা-দেবে, তুমি তার মানেই বুঝবে না।

বকুলতলায়

বিকেল পাঁচটায় তুমি দাঁড়িয়ে বকুল গাছটার নীচে
আমি ঠিক যাব, দেখা হবে
যদি না যাই, যদি না যেতে পারি?
পাতাল থেকে হাত বাড়িয়ে যদি পা ধরে টানে শয়তান
বকুল শাখা থেকে ঝরে পড়ছে এক একটি মুহূর্তের ফুল
আমার চুলের মুঠি ধরে কে পেছন থেকে টানছে?
কারা ঠিক এই সময়ে আগুন দিল ট্রাম-বাসে?
বকুল গন্ধে উন্মন বাতাস, বকুল গন্ধে ফিসফিসানি

প্রত্যেকটি পাতা উদগ্রীব হয়ে দেখছে তোমাকে
তুমি দাঁড়িয়ে রইলে একলা
তোমার ফর্সা ডান হাতে কালো ব্যান্ডের ছোট ঘড়ি
আর কিছু নেই, সমস্ত দৃশ্যের মাঝখানে তোমার নিঃসঙ্গতা
পৃথিবীর কোনো বকুল গাছ আমাকে আর কোনোদিনও
ক্ষমা করবে না।

বর্ষার গান

বর্ষার ঝাঁপটে ঘুম ভাঙল কি কাঁচপোকাদের সংসারে
কাঁচপোকা তার প্রতিবেশীদের ডেকে বলল, হাহা-হাহা-হাহা
সাপেদের গর্ত ডুবু ডুবু, নদী ফুলে ফেঁপে ছুঁতে চায় মেঘলা আকাশ
আকাশ দেখেনি যারা তারা দেখল অশনি ঝলকে যেন খুলে যায় স্বর্গের জানালা
এ সময়ে তারা খসে পড়ে, বড় কোমল মায়ায় মিশে যায়
গ্রামবাংলায় আলো, যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানেও বিদ্যুতের আলো
অকস্মাৎ এক ঝলক, এত তীব্র, দেখা যায় বাচ্চাদের খিদে মাখা মুখ
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ছুটে আসে ভিজে চুলে পুকুর-কিশোরী
বৃষ্টির চাদর গায় একজন মানুষ
দুনিয়া বিস্মৃত, লঘু পদচারণায় রত একজন মানুষ
স্পষ্ট দেখা যায় তাঁকে, শোনা যায় গুনগুনানি
শ্যামলীর বারান্দায় নির্জন রবীন্দ্রনাথ
গান বাঁধছেন।

বাঁশির শব্দ

এই তো সেদিন তেজী, অস্থির, ব্যস্ত বাবা কোনওক্রমে সময়
বাঁচিয়ে
দায়সারা সময় দিত ছেলেকে
শোনাত মেঘনাদ বধ, টিনটিন ও কণিঙ্কের মুণ্ডু কাহিনী
এখন সেই বাবাই ছেলের পাশে ঝুকে দাঁড়িয়ে
বারবার
কমপিউটারের ইঁদুর সরানো শিখতে ভুল করছে,
বাবার শিরা-উপশিরা থেকে যৌবন শুষে নিয়েছে ছেলে
জিনবাহিত উত্তরাধিকারের মধ্যে কোথাও শোনা যাচ্ছে
একটা বাঁশির সুর
ঝর্নার পাশে বল্কলের পোশাক পরে একজন কেউ
সুর সেধেছিল

ইন্টারনেটের মধ্যে যতই উঁকি মারছে সারা বিশ্ব
ততই বাবা ও ছেলের মধ্যে চওড়া হচ্ছে দূরত্ব
টুকরো টুকরো বাক্য ও নিস্তব্ধতা, তবু
কত কথা জমে আছে
ঝনঝনাচ্ছে টেলিফোন, রিসিভার তোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত
আমার না তোমার?
খেলনা টেলিফোন ভেঙে ফেলে একদিন যে কেঁদেছিল
এখন সে বলছে, ই-মেল আসছে, বাবা, তুমি ধরো না
ক্যাসেটে আধা-পর্নোগ্রাফি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল
প্রৌঢ় মানুষটি

ছেলে টি ভি বন্ধ করে বাবার গায়ে বিছিয়ে দিল কম্বল
মা শখের রান্না ঘরে ছ্যাকছোঁক শব্দে, স্ত্রী জল-ফোয়ারার নীচে
ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল
আবার নেমে এল নীচে
অনেক কথা বাকি আছে তাই বসল বাবার শিয়রের কাছে
বাবা যেন একটা শিশু, তার ইচ্ছে করল হাত বুলিয়ে দিতে
জন্মদাতার কাঁচা পাকা চুলে
দিল না, বাবার চেয়েও বড় হয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল
জিনবাহিত উত্তরাধিকারের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একটা
বাঁশির শব্দ...

বিন্দু বিন্দু

পাথর
এক যে ছিল পাথর, তাকে হঠাৎ কারা
বানিয়ে দিল দেবতা
পাথরটি তা চেয়েছিল কি চায়নি, কেউ
কখনো ভাবে সে কথা?

গুরু-শিষ্য
গুরু অ্যারিস্টটল, তাঁর পিঠে চেপেছে ছাত্র
গুরুর বয়েস অনেক, ছাত্র বছর দশেক মাত্র।
গুরু হলেন ঘোড়া, ছাত্র ছপটি মারছে বারবার
বিশ্বজয়ে যাবেই যাবে, নামটি আলেকজান্ডার।
পণ্ডিতে বই লিখছে শুধু, লাগে কলম-কাগজ

রক্ত ছড়ায় ছাত্রের দল, লাগে না কোনো মগজ!

সত্য
সত্য কাকে বলে?
হস্তী দর্শনের মতো কত ব্যাখ্যা নানান ছলেবলে
হস্তী আসলে কী?
গুলি চালাও, ছবিতে রাখো, জ্যান্তটাই মেকি!

নারী-স্বাধীনতা
এমনও তো হতে পারে, মেয়েরা বলতেই পারে
কিছুতেই ছেলেদের করব না বিয়ে!
অজাত শিশুরা সব বিমান ও রেলপথ
গাড়ি-ঘোড়া, রাস্তাঘাট দেবে আটকিয়ে?

এখন
রাখালরা আর বাজায় না বাঁশি
রাজপুতরাও চালায় না অসি
বাঘ গর্জায় চিড়িয়াখানায়
ভূতেরা এখন সিনেমা বানায়।

ভালোবাসা
ভালোবাসায় আছে একটা অতি গোপন আলো
কেউ দেখে না সেটা, কিংবা কেউ বা দেখে কালো
ভালোবাসার অন্ধকারেও জ্বলে সবুজ শিখা
কেউ পেয়ে যায় পথের দিশা, কেউ বা মরীচিকা।

প্রজাপতি
শ্রম ছাড়া ধনরত্নের স্বাদ পাবার উপায় কিছু নেই আর

গরিব কবিরা খাটো, খাটো, খুব শরীর ঘামাও কাজে দাও মতি
এই কথা লিখে গিয়েছেন কবি, মহান ফরাসি আপোলিনেয়ার
কত কবি মুখে রক্ত তুলছে, গুটিপোকা থেকে হবে প্রজাপতি।

কলম
কলম বলল, অনেক দিন তো থাকতে হল
অন্য হাতের অধীন
এবার নিজেই রচনার কথা ভাবব।
হাতটি বলল, ভালোই তো ভাই, খাটতে খাটতে
হয়েছি বিষম ক্লান্ত
স্বাধীন ভাবেই লেখো না অমর কাব্য!

কুমির
কুমিরেরা সত্যি যদি লোপ পায় নদী-খালে-বিলে
তাদের কান্নার কথা থাকবে না আর অভিধানে?
খরা ও বন্যায়, ভোটে, মন্দিরে-মসজিদে রক্ত ক্ষয়ে
কুম্ভীরাশ্রু বয়ে যাবে তবু জোয়ারের হু হু টানে।

কবিতা-গদ্য
একটা কবিতা কবুতর হয়ে রয়েছে বুকের মধ্যে
তবু মেঘহীন সন্ধ্যায় কবি ঝড়-ঝঞ্ঝাটে আটকা
কাজ-অকাজের দুখানা কেল্লা গোলাগুলি ছোড়ে গদ্যে
কে জেতে কে হারে, ভুরুসন্ধিতে এই নিয়ে চলে ফাটকা!

দীর্ঘশ্বাস
পেয়ারা গাছের ডালে দোল খায় কৈশোরের স্বপ্নময় ছবি
জলের আয়নায় স্বর্ণ ভোরবেলা মাধুর্যের কণাগুলি ঝলসে ওঠে গুপ্ত ইশারায়

আলোকলতার মূল খোঁজে এক দার্শনিক, হেসে ওঠে অবিশ্বাসী কবি
আকাশের দেবতারা লোভীর মতন দেখে, কত দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায়।

মাতৃভাষা
ঘুটে কুড়ুনির ছেলেটি দিব্যি পড়তে শিখেছে বই
গড়গড় করে ছড়াও সে বলে খাসা
মাকে সে শুধোয়, জননী বানান দীর্ঘ-ই নাকি হ্রস্ব- ই
হায়রে কত না মায়েরা শেখে না মাতৃভাষা!

স্বাধীনতা
দেশটা হয়েছে স্বাধীন, এবার পূর্ণ অর্ধ শতক
তবু মনে মনে রয়ে গেছে এক ধন্ধ
কত হল সেতু, বাঁধ, কারখানা, আকাশচুম্বী সৌধ
শুধু ফুল থেকে চলে গেল কেন গন্ধ?

অমরত্ব
জানতেন কি রাজা অশোক ইতিহাসে তাঁর নাম থাকবে
ঠিক ক পাতায় চিরকালের স্বত্ব?
শাজাহান কি তাজমহলটা বানিয়ে ছিলেন পাঠ্যবইয়ের
ছবির লোভে, তাতেই অমরত্ব?
তবু তাঁদের কীর্তি গরিমা যুগ যুগ সঞ্চিত
কত তলোয়ার ঘোরানো বীরেরা রয়ে গেল বঞ্চিত!

বনভোজন
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে কেউ না
কী করে পশুরা জেনে গেল সেটা, হি হি করে হাসে হায়েনা।
মানুষের হাতে ভিক্ষের ঝুলি, মানুষের হাতে অস্ত্র

কেউ হাঁক ডাকে গগন কাঁপায়, কেউ ভয়ে গলবস্ত্র।
জন্তুরা এই গল্পে মেতেছে, পাখিরাও মাতে কূজনে
ভারী কৌতুকে মিলেছে সবাই, বসে গেছে বনভোজনে।

পরিত্যক্ত
সাহেবরা গেছে, রেখে গেছে কিছু
থুতু ও গয়ের, শ্লেষ্মা
তৈরি হয়েছে নকল নবীশ
স-টাই, বাঁদর, বেশ্যা!

হরি, হরি
সাপটি বলল, ওহে ব্যাঙ ভায়া, যথেষ্ট হল খেলা
এবারের মতো জপ করো হরিনাম
ব্যাঙটি বলল, হরি তো নিজেই দূরদর্শনে আটক
কী আর করব, পুরাও মনস্কাম!

মা ও মাটি
মায়ের কথা শুনতে গেলাম ধানের ক্ষেতে, বিদ্যুৎ চমকাল
মা-মাটি সব পিতৃহীনের মতন মিশকালো
রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য, সেই রক্তে ছিল জল
অন্ন নেই, ভোটের কাগজ, কাগজই সম্বল!

খাওয়া-দাওয়া
একটা সময় পাথর চিবিয়ে খেতুম, কিংবা লোহা
বললেন এক অম্বুলে রুগি হাত পা ছড়িয়ে চাতালে
আজকেও যারা পাথর মিশিয়ে আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ
তারাও যখন তখন ছুটছে, পেট রোগা, হাসপাতালে।

কেউ জানে না
দেশ হয়েছে স্বাধীন
একটা, দুটো, তিন পেয়ালা চা দিন।
বোমা ফাটাল ফুটুস মোটে পাঁচটা
ফিকফিকিয়ে হাসে অশোক গাছটা।
দেশ বিদেশে কত কি লোকে ভাববে
কেউ জানে না কী লেখা হল উপন্যাসে, কাব্যে।

নদী ও খাল
খাল বলে নদীটিকে, কী যে তোর চেহারাটা
এত আঁকাবাঁকা
সভ্য সমাজে আর মান রাখা দায় হয়
আজ থেকে আত্মীয় বলে ডাকা মানা।
নদী বলে বেশ কথা, আমি আর কত দিন,
ঠিক নেই থাকা বা না থাকা
তুমি ভাই বেঁচে থাকো, জলে যদি টান পড়ে
পাহাড় বা সাগরের জানো তো ঠিকানা?

ব্যর্থতার কথা

শেখ সুলতান একটা আঙুল তুললে
তক্ষুনি আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়

শেখ সুলতান নৌকোয় আমার পাশে বসে বলল,
গরম লাগছে বুঝি, এই নাও দক্ষিণের বাতাস

আমি আশ্চর্য হই না
অনেকবার দেখেছি, অসম্ভবকে নিয়ে ছেলেখেলা করার
দিকে তার খুব ঝোঁক

ঠিক ম্যাজিশিয়ান বলা যায় না তাকে
তার আলখাল্লার মধ্যে লুকোনো থাকে না পায়রা
কিন্তু সে মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে ফুলগাছ বসায়
বন্যায় ভেসে আসা শিশুর গলা থেকে ছাড়িয়ে নেয়
নীল রঙের সাপ
গোরুর চোখের দিকে সেবারে সে তাকিয়ে হাসল, অমনি
যমজ বাছুর হল
তার নিজের অবশ্য গোরুও নেই, বাছুরও নেই
কিন্তু তার অনেক রাস্তা আছে, অনেক ধু ধু প্রান্তর
অনেক নদীর নিরালা ঘাট
জঙ্গলের একটা শিমুল গাছে চড়ে সে দিগন্ত পর্যন্ত
তার রাজত্ব দেখিয়েছিল একবার
মাঝে মাঝেই দেখা হয় তার সঙ্গে
প্রত্যেকবারই সে কিছু না কিছু উপহার দেয় আমাকে
এক পশলা বৃষ্টি, মেঘ-ছেড়া আলো, সকালবেলার ঐকতান
শুধু একটা জিনিসই দিতে পারে না সে
তার সেই ব্যর্থতার কথা লেখা উচিত নয় কোনো কবির
দেখো শেখ সুলতান, আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙিনি!

বড় মানুষের ঝি

আরে ছি ছি ছি ছি ছি, পাড়ার লোকে বলবে কী
রাত দুপুরে বাড়ি ফিরছে বড় মানুষের ঝি

সন্ধেবেলা মশারি ফেলে যারা ঘুমোতে যায়
মাঝরাত্রে হুড়ুস ধাড়ুস সবাই বারান্দায়
ঐ এল কি, না এল না, সঙ্গে আছে কে?
পাড়ার যত হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে
রাস্তাখানা ছটফটাচ্ছে, তারও অমন দশা
গাছগুলোনও নিথর চুপ, বন্ধ পাতা খসা
গাড়ি থামবে চণ্ডীতলায়, বাকি পথটা হাঁটা
ভয় পায় না, আঁচল ওড়ায়, যম দুয়োরে কাঁটা।

কোথায় যায়, চরণ দুটি টলমলে না সোজা?
বড় মানুষের ধরন ধারণ সহজ নাকি বোঝা!
অঙ্গখানি সোনার বর্ণ, সোনার ভরি কত?
অমন মেয়ে হাত ঘুরোলেই আসবে শত শত

এক এক রাত ভোর হয়ে যায়, তবুও আসে না সে
পোড়া কপাল, সে নাকি আজ ছাদে রয়েছে বসে!
অপ্সরা না কিন্নরী গো, এল আকাশ পথে কোন
সিনেমার নায়ক তাকে উড়িয়ে আনল রথে?

হাসিতে যার মুক্ত ঝরে, মেঘবরণ কেশ
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যারা, দেখে নির্নিমেষ

ওগো কন্যা, তুমি হঠাৎ লক্ষ্মী মেয়ে হলে
কী যে বিপদ হবে বলো তো, পাড়ার দঙ্গলে!
গল্প নেই, রাত্রি জাগা হবে কীসের টানে
সবাই ফের চক্ষু গরম করবে দিনমানে
বড় মানুষের মেয়ে, তোমায় মন্দ হলেই মানায়
নইলে কেন জন্মালে না ওদের গরিবখানায়!

ভোরবেলার স্বপ্ন

রাজমোহন ওয়াইফ লেখা মাঝপথে বন্ধ করে
বাংলায় কলম ডোবালেন বঙ্কিমচন্দ্র
দেড় শতাব্দী পরে খর চোখে তাকালেন আমার দিকে
তাঁর কপালের ভাঁজ ও ভ্রূকুটি দেখে
কে না কেঁপে উঠবে?
আমি মুখ নিচু করে থাকি অপরাধীর মতন
রামধনু আঁকা আকাশের শেষ প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে যে-সব পাখি
সেগুলি বিলীয়মান বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা...
পাতলা বইখানা হাতে নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র বললেন,
এই নীলদর্পণ কেন লিখেছিলাম জানো?
একদিন হঠাৎ মনে হল, আমাদের তলোয়ার-বন্দুক নেই বটে
কিন্তু ভাষার অস্ত্র তো রয়েছে হাতে
তোমাদের তা মনে নেই? মনে রাখো নি?
কার্মাটায় খুব মন দিয়ে সাঁওতালি ভাষা শিখছেন বিদ্যাসাগর
এবার তিনি এই ভাষায় ব্যাকরণ লিখবেন
তাঁর কপালের ভাঁজে অনেকগুলি সিঁড়ি

বাংলার কথা তাঁর মনেও পড়ে না, মনে করতে চান না
ক্যাপটিভ লেডির নামও আর উচ্চারণ করেন না মধুসূদন
ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ সিংহের মতন পায়চারি করতে করতে
মাঝে মাঝেই বলে উঠছেন ভাঙা গলায়:
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব...
হঠাৎ টিভি-তে হিন্দি রামায়ণ সিরিয়াল দেখে
চোখ উলটে গেল তাঁর
অজ্ঞান হয়ে ধড়াম করে পড়ে গেলেন মাটিতে
পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করাচ্ছিলেন কালীপ্রসন্ন
বাংলা মহাভারত দেশের মানুষদের বিনা পয়সায় পড়াবেনই পড়াবেন
তার জন্য জমিদারি বিক্রি হয়ে যায় তো যাক
এখন নিজেই সে মহাগ্রন্থের পাতা ছিঁড়ছেন
আর কেউ পড়বে না, আর কেউ পড়বে
না গঙ্গায় নৌকোতে যেতে যেতে বিস্ময়ে ধনুক হয়ে গেল
বিবেকানন্দর ভুরু
দু’ পাশে কীসের এত ধ্বংসস্তূপ?
নিবেদিতা বললেন, এটা কোন্ দেশ, চিনতে পারছি না।
গান লিখছেন রবীন্দ্রনাথ আর গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন
এক সময়, মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন খুব মৃদু কণ্ঠে
তোমরা দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে পারলে না?

কৃষ্ণনগরের বাড়িতে দিলীপকে গান শেখাচ্ছেন তার বাবা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
আচমকা থেমে গিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন দ্বিজেন্দ্রলাল
জানলা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ

কী ভেবে লিখেছিলাম, আর আজ তার কী অর্থ
সকল দেশের রানি যে চাকরানি হতে চলেছে এই দেশ?
আর একটু দূরে, মুর্শিদাবাদে নিখিলনাথ রায় কাতরাচ্ছেন ঘুমের মধ্যে
বারবার বলছেন, আমার বাংলা কোথায় গেল আমার বাংলা!
দর্শক আসন শূন্য, মঞ্চে একা গিরিশচন্দ্র
দু চোখে জলের ধারা, ফিসফিস করে বলছেন,
আমার সাজানো বাগান, শুকিয়ে গেল? নাটকে নয়, সত্যি শুকিয়ে গেল?
সাজানো বাগান, আমার দেশ?

অন্য একটি মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ, পার্ট ভুলে গেছেন
দু’ চোখে বিস্ময়, বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কান
উইংসের আড়ালে যারা কথা বলছে, তাদের মাতৃভাষা নেই?

সুকুমার রায় ‘আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে’
গানটি গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে বললেন বাবা উপেন্দ্রকিশোরকে
না, না, আর ফিরে কী হবে এই হাঁসজারুর দেশে

অবনঠাকুর হাত তুলে কিছু বলতে গিয়ে চিত্রার্পিত
নজরুল আর শরৎচন্দ্র হাঁটছেন একই রাস্তার দু’ পাশ দিয়ে
যেন কেউ কারুকে চেনেন না
রাস্তার লোকেরাও চিনতে পারছে না তাঁদের
একটি অল্প বয়েসী রোগা ছেলে, তার কাশিতে রক্ত পড়ে
দাঁড়ালো এসে নজরুলের সামনে
নজরুল তার কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, তবু তোমায় লিখে যেতে
হবে, সুকান্ত!
তারাশঙ্করকে হাতছানি দিয়ে ডেকে শরৎচন্দ্র বললেন,
জানো, শিশির নামে ছেলেটি ইংরিজি অধ্যাপনা ছেড়ে

বাংলায় নাটক করছে?
তারাশঙ্কর বললেন, কে শিশির, আজ কেউ তাকে চেনে না দাদা,
সত্যি কথাটা শুনবেন, শতবার্ষিকী হলেই আমাদের
সবাই ভুলে যায়
নজরুল বললেন, তাই তো আমি চলে যাচ্ছি, ওপারে বাংলাদেশে!
জগদীশচন্দ্র আর সত্যেন বসু ব্যাকুলভাবে ডাকছেন ছাত্র-ছাত্রীদের
কেউ শুনছে না, বিমানে চেপে মিলিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে
বুদ্ধদেব বসু চেয়ে আছেন তাঁর ক্ষত বিক্ষত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে
কৈশোরে যার প্রেমে পড়েছিলেন, সেই ভাষাই খেয়ে নিচ্ছে তাঁর আয়ু
জীবনানন্দ কালি ঢেলে দিচ্ছেন রূপসী বাংলার পাণ্ডুলিপিতে
হঠাৎ আপন মনে বলে উঠলেন, মহাপৃথিবী না ছাই! জন্মভূমিটাই
থাকল না!
প্রেমেন্দ্র আর শৈলজানন্দ কাঁধ ধরাধরি করে হাঁটছেন
শ্মশানের বাগানে
সেখানে দিন দুপুরে চলছে প্রেতের নৃত্য
বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে
বার বার ডাকছেন, অপু, অপু, ছেলেরা কেউ গ্রাহ্য করছে না
বনফুল আর সতীনাথ কথা বলতে পারেন হিন্দিতে,
লেখেন বাংলায়
এক সময় কলম থামিয়ে চেয়ে রইলেন উদভ্রান্ত ভাবে
আজ উনুন জ্বলবে কি জ্বলবে না ঠিক নেই, তবু দুর্দান্ত তেজে
কী লিখছেন মানিক
এক সময় চেঁচিয়ে উঠলেন, উল্লুকদের চিৎকার থামাও, গায়ে জ্বালা
করছে আমার
রান্নাঘরে বাঁধাকপির তরকারি চাপিয়ে এসেছেন আশাপূর্ণা

ফাঁকে ফাঁকে লিখে ফেলছেন কয়েক পাতা, কারা যেন হুড়মুড় করে
ছুটে যাচ্ছে পাশের গলি দিয়ে
ওরা কেউ কিছু পড়ে না

রেডিওর সামনে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ
শুনছেন নিজেরই গান
এখনো অনেক ছেলেমেয়ে তাঁর গান দিব্যি গাইছে
একটু আধটু সুর এদিক ওদিক হয় বটে, তবু তৃপ্তির সঙ্গেই
মাথা দোলাচ্ছেন তিনি
এক সময় খেয়াল হল, তাঁর একটা গান তো কেউ আর গায় না
সীমান্তের ওপারেও না, এ পারেও না
সহ্য করতে পারবেন না বলে এতদিন সীমান্ত দেখতে যাননি
আজ গিয়ে দাঁড়ালেন সেখানে
এখন শিলাইদহে যেতে তাঁর ভিসা লাগবে
নিজেই গলা খুলে ধরলেন তাঁর সেই প্রিয় গানটি
বাঙালির গান, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক...
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক...

এ কী, রবীন্দ্রনাথ কাঁদছেন?

মধ্য দিনমানে

মধ্য দিনমানে ঈষৎ কম আলো
পুকুরে ঝাপ দেয় মাছরাঙা

বাতাস উন্মন, কাজ-ভাঙা!

মাঠের শেষ রেখা নীলের মতো কালো
একলা কেউ হাঁটে টোকা মাথায়
পিপড়ে ভেসে যায় ঝরা পাতায়

জানলা খোলা আমি কীসের ডাক শুনে
দাঁড়াই শিক ধরে নিষ্পলক
সহসা অশনির এক ঝলক!

দিনের পর দিন দণ্ড-পল গুনে
ভুলের পর ভুল প্রতীক্ষায়
ভেবেছি এ ভাবেই জীবন যায়।

দেশকে কোনো দিন জননী বলিনি তো
মাটির পৃথিবীটা নারীও নয়
ও সব মাঝে মাঝে বিকার হয়।

তবু এ দিবাভাগে বৃষ্টি বর্ণিত
ধুলোর সংসারে এ কী মায়া
চক্ষে লাগে যেন ধূপছায়া।

এই যে ধরণীর এমন চেয়ে থাকা
ইহার মাধুরীর নীরব ডাক
বুকটা কেঁপে ওঠে৷ রুদ্ধ বাক্

সুষমা খুঁটে খুঁটে দু'হাত ভরে রাখা
দিয়েছি কতটুকু ইহজীবন

কত যে ঋণী এই শরীর- মন!

মন্দির-কাহিনী

ট্রামটা যখনই চারমাথা মোড় পেরোয়, অফিসবাবুরা
হাত দুটো তোলে কপালে যেদিকে কালী ঠাকুরের মন্দির
তিরিশ বছর আগে যা দেখেছি, এখনও ছবিটা তেমনি
সে সব অফিসবাবুরা অনেকে হাড় জুড়িয়েছে শ্মশানে
কিংবা ছেলের সংসারে আজ বিনা বেতনের ভৃত্য
হাত জোড় করে কী চেয়েছিলেন, কী বা পেয়েছেন কে জানে!

ছেলেরা এখন অফিসযাত্রী, একই রাস্তায় রোজ যায়
ঠিক জায়গায় হাত জোড় করে, চোখ বুজে কিছু বিড় বিড়
মন্দিরখানা প্রায় একই আছে, খসেছে কিছুটা চলটা
কালী মূর্তির স্তন খুঁটে যায় আরশোলা এক গন্ডা
কলার খোসা ও রাশি রাশি বাসি ফুল পচা কটু গন্ধ
ধেড়ে ইঁদুরেরা রাজত্ব পেয়ে রাত্তিরে করে হুল্লোড়
গত বছরই তো চোর ঢুকেছিল, নিয়ে গেছে সব গয়না
পুলিশরা এসে ভোগ খেয়ে গেছে, ঢালাও মদ্য মাংস!

পুরুত মশাই কাঁদছেন, তাঁর মেয়ের প্রেমিক খ্রিস্টান
ছেলেটা দিব্যি বোমা বানাচ্ছে, বাড়িতে দেয় না পয়সা
মল্লিকবাবু সেবায়েৎ, তাঁর লিঙ্গেও বাঁধা মাদুলি
তবু গাঁটে গাঁটে বাতের বেদনা, বাঁজা রইলেন গিন্নি

মহাকাল থেকে ঝুরঝুর করে খসে পড়ে কিছু ময়লা

একটি বৃদ্ধা রোজ ভোরবেলা ঝাঁট দিতে দিতে ক্লান্ত
তারই ফোকলা মুখের হাসিটি ধার চায় কালী মূর্তি
তিনটি ভিখিরি চট পেতে বসে, কুকুরটা করে ঘুর ঘুর
প্রথমেই আসে রুক্ষ নারীটি, প্রণামের ছলে কেঁদে যায়
অশ্রু ফোঁটায় প্রতিদিন শুরু হয় জীবনের গল্প...।

মায়ের চিঠি

কাল সারা রাত ধরে তুষারপাত, তিন ফুট
গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করতে...
কফি ফুরিয়ে গেছে, শিট! আগে খেয়াল হয়নি
কাচের জানলার বাইরে পাতাহীন গাছের ডালে
থোকা থোকা বরফ, জাপানি ছবি
দেখলেই ভুরু কুঁচকে যায়, আজ আবার?
গরম লাগছে, মিলির বড্ড বাতিক, এতখানি হিটিং
টি ব্যাগ, জল ফুটছে, হোয়ার দ্যা হেল ইজ সুগার?
অজস্র জাঙ্ক মেইল, একটা শুধু বাড়ি মর্টগেজের
ওঃ হো, আর একখানা, মায়ের বাংলা চিঠি
মাকে একটা কমপিউটার...বারাসতে প্রায়ই লোড শেডিং
দেশটা দিন দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে,
রাস্তায় কেউ চাপা পড়লেই বনধ ডাকে
ই-মেইলে বাংলা চালু হয়নি
প্রত্যেক সপ্তাহেই তো তোমাকে টেলিফোন করি, মা, তবু
কেন চিঠি লেখো?
বাংলা হাতের লেখা আমি ভুলেই গেছি

খালি পেটে দিনের প্রথম সিগারেট
থ্যাঙ্ক ইউ ফর নট স্মোকিং, মিলি বাড়িতে নেই
গাড়িটা বদলাতে হবে, আবার ব্যাঙ্ক লোন
ফ্রিজ প্রায় খালি, বাজার করা হয়নি উইক এন্ডে
টুথ পেস্টও শেষ, যা খুঁজবে কিছুই পাওয়া যাবে না,
ওয়ান অফ দোজ ডেইজ
ঘড়ির কাঁটা দৌড়াচ্ছে, শিট, এখনো স্নান হয়নি
আর একটু দেরি হলেই জ্যামে পড়তে হবে,
বাম্পার টু বাম্পার, টেলিফোন বাজছে, বাজুক,
আনসারিং মেশিনে...মিলি শিকাগোয়, প্রিয়তোষের সঙ্গে
একটু প্রেম করতে চায় তো করুক
দুখানা টোস্ট, মার্মালেডও তেতো লাগছে, আর একটা মোজা
কোথায়?
ড্যাম ইট! আজই বসের বাড়িতে ডিনার, মনে আছে? ড্যাম ইট!
আমি কাঁদছি? ক্যান ইউ বিট ইট, আমি কাঁদছি? ড্যাম ইট!
যদি আজ অফিস না যাই, সারা দিন, সন্ধে, রাত্তির একলা একলা কাটাই?
মা, আজ আমি ঠিক তোমায় বাংলায় চিঠি লিখব!

রাজকুমারী ও এক ভিখারি

চাকরির দরখাস্ত হাতে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সলজ্জ শরীরে
তাকে বসতেও বলা হয়নি
ক্ষমতার ধ্বজাধারী ব্যক্তিটি এমনই ব্যস্ত, চোখ ঘোরাচ্ছেন অনবরত
তাঁর আসলে পাঁচ সাতটা মাথা, বারো চোদ্দটা হাত

হৃদয় আধখানা
ঘর ভর্তি অনেক মানুষ, টাইপ রাইটারের শব্দ
বুক পকেটে টেলিফোন
টেবিলের ওপর বিমানের টিকিট, খালি পা, তাঁর জুতো পালিশ হচ্ছে
তিনি মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছেন না
ওর হাতের কাগজটা দেখারও দরকার নেই, তিনি জানেন–
চাকরি খোলামকুচি নয় যে যত ইচ্ছে বিলোনো যায়
তা ছাড়া রাশি রাশি সুপারিশের ধাক্কা
যাকে কিছু দিতে পারবেন না, তার সঙ্গে কথা বলারই বা দরকার কী
এমনিতেই মিথ্যে বলতে বলতে মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে
তিনি মাঝে মাঝে গোপনে কুঁচকি চুলকোচ্ছেন
আর লাল টেলিফোনে অনুবাদ করছেন হাসি ঠাট্টা

মেয়েটির ছিপছিপে তনুতে নীল শাড়ি, চুল খোলা
আভরণহীনা, চোখের কোণে শুকনো জলের দাগ
সে এক সময় বলল, আমি যাই?
কয়েক পলকের জন্য চোখাচোখি, তিনি চমকে উঠলেন
কে এই ছদ্মবেশিনী? যেন এক ঝলক যৌবনের দ্যুতি
চিরকালের মতন পরিত্যাগ করে যাচ্ছে তাঁকে
এই ব্যস্ততার পূতিগন্ধময় আবর্জনায় নির্বাসন দণ্ড আজীবন
তিনি হাঁটু গেড়ে আর্ত গলায় বলতে চাইলেন
যেও না, দাঁড়াও, আমি অকিঞ্চন, কৃপাজীবী
আমাকে দেবে তোমার করুণার এক কণা?
বলা হল না, পিছন ফিরে মেয়েটি চলে গেছে দরজার কাছে
বিপদ সঙ্কেতের মতন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে আবার টেলিফোন...

লেখা আর ঘুম

একটা লেখা, আরও একটা, কটা লিখব আজ?
কাজের মধ্যে ছুটি আমার, ছুটির মধ্যে কাজ
রোদ্দুর না, বৃষ্টিও না, বাইরে চেয়ে কিছুই দেখব না
যতই ভোরে বাঁশি বাজুক, সন্ধেবেলা যতই ঝরুক সোনা।
চেয়ার ছেড়ে যাওয়া নিষেধ, চেয়ার জুড়ে দিন রাত্রি কাটে
কলম ছোটে পাহাড় চূড়ায় কলম ছোটে সাগর, নদী, মাঠে
সাদা পাতায় রাত্রি জাগি, ঘুমোই কালো পাতায়
রবীন্দ্রনাথ হাত বুলিয়ে দিলেন আমার মাথায়।

শিল্প ও ছন্দপতন

একটা মেল ট্রেনের হঠাৎ ড্রাগন হবার ইচ্ছে হয়েছিল
আগুন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে যখন শূন্যে
লাফ দিতে উদ্যত
পাহাড়ের চূড়া থেকে এক জাদুকর বলল, দাস ফার
অ্যান্ড নো ফারদার!
অনেক দূরে মুচকি হেসেছিল সমুদ্র।

একটি রমণীকে উপহার দিতে গেলাম গুঞ্জাফুলের মালা
সে বলল, আমি টিশিয়ানকে ভালোবাসি, আমাকে
মুখ ফেরাতে বলো না
শিল্পের নারীরা কখনো মুখ ফেরায় না, মাটির প্রতিমাই

শুধু গলে গলে পড়ে
শিল্পের নারীরা মাকড়সানীদের মতন শিল্পীকেও খেয়ে
হজম করে ফেলে
মাটির প্রতিমা খিদেয় ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার খুদে ছেলেমেয়েরা
হাপুস নয়নে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়
তার বুকের আবরণী ছিঁড়ে গেলেও কেউ চেয়ে দেখে না
এত অন্ধকার, চাঁদের ওপিঠের মতন চির অন্ধকার তার
নাভি নিম্নে
বাসি ফুল আর বেলপাতায় দাপাদাপি করে ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর
শব্দে গাঁথা মালাটি কচমচিয়ে খেয়ে যায় ছাগলে...

এবার সমুদ্রের পালা
সে মেল ট্রেনকে বলল, ভাঙো, ভাঙো, ব্রিজটা ভেঙে
ঝাঁপ দাও খাঁড়িতে
ওসব জাদুকর-ফাদুকর, রাজা-গজা আমি ঢের দেখেছি
কোনো কবিকে কখনো দেখেছ, তোমার ছন্দপতন নিয়ে
চোখের জল ফেলতে
ঐ ওরা যাকে বলে কবিতা?

শুধু একটি ঝলক

একটু আগে কী বলছিলে? হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে পড়লুম
ঘুমের মধ্যে দেখি একটা নৌকো একলা একলা দুলছে
মাঝ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, নীলের মধ্যে ডুবেছে নীল
এটাকে ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না, শুধু একটি ঝলক

আবার চক্ষু মেলেই দেখি, তোমার চালচিত্র আকাশ
বসে রয়েছ দিগন্তের রেখার ওপর, মুখে পড়েছে
চূর্ণ অলক, হাওয়ায় উড়ছে নীলিমাময় শাড়ির আঁচল
একটু আগে কী বলছিলে? আবার বলো। মায়া ঘুমের
জন্য দোষী, তবু ঐ যে একলা নৌকো, নীলের নৌকো
দেখলে কি তোমার অমন দিগন্ত রূপ চক্ষে পেতাম?

এবার আমি উঠে বসছি, তুমিও কাছে এগিয়ে এসো
সমুদ্র বা দিকবলয়ের জন্য শুধু দুই মুহূর্ত
তার বেশি আর সহ্য হয় না, ইচ্ছে করে তোমায় ছুঁতে
স্পর্শে অনেক জন্ম স্মৃতি, ওষ্ঠ-ঢেউয়ে গোপন ভাষা
মাঝে মাঝেই অন্য মানুষ, এক পলকে সব অচেনা
হুড়মুড়িয়ে ঢুকতে চায় দূরত্বের অসীম বাধা
অনুভবের রং বদলায়, শরীর থেকে শরীর হারায়
আবার তাকে ফিরিয়ে আনি, না না, শরীর অনেক ভালো
শরীর দিয়ে গল্প শুরু, রূপ ছাড়া কি গল্প জমে?

কাহিনী বিন্যাসের মতন শরীরে তাপ রক্ত ছড়ায়।

শেক্সপিয়ারের অপ্রকাশিত প্রেমের কবিতা

অনুবাদকের কথা: গ্যারি টেইলর নামে এক তরুণ গবেষক শেকসপিয়ারের একটি অপ্রকাশিত অজ্ঞাতপূর্ব কবিতা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেছেন। তার ফলে বিরাট

উত্তেজনা, কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে সারা বিশ্বের শেকসপিয়ার-প্রেমীদের মধ্যে। চার শো বছর পরেও শেকসপিয়ার এখনও প্রায়ই সংবাদের শিরোনাম হন। শেকসপিয়ারের নামে প্রচলিত বিস্ময়কর, মহৎ রচনাগুলি ঠিক কার লেখা এ নিয়ে সংশয় এখনও পুরোপুরি মেটেনি। স্ট্রাটফোর্ড অন আভ-এর যে-পলাতক বালকটি লন্ডনে এক নাট্যশালার আস্তাবলে ঘোড়ার রক্ষক হয় এবং পরবর্তীকালে অভিনেতা পদে উন্নীত হয়, সেই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারই যে অসাধারণ, কালজয়ী নাটকগুলি লিখেছেন তা অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। অত্যুৎসাহী গবেষকরা কখনও মালো, কখনও ফ্রান্সিস বেকন বা অন্য কারুকে ওই সব রচনার পিতৃত্ব দিতে চেয়েছেন। শেকসপিয়ারের কবরও খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। তবু অবধারিত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এর মধ্যে বহু অন্য লেখকের রচনাও শেকসপিয়ারের নামে চালাবার চেষ্টা হয়েছে। গত তিন শো বছরে অন্তত ৮০টি নাটককে শেকসপিয়ারের নাটক বলে দাবি করা হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র একটাকে সম্ভবত সঠিক পর্যায়ে রাখা যায়। অপরপক্ষে, পণ্ডিতদের ধারণা, শেকসপিয়ারের অন্তত দুটি নাটক হারিয়ে গেছে, তার মধ্যে একটির নাম লাভস লেবার ওন। শেকসপিয়ারের সনেটের সংখ্যা ১৫৪, এ ছাড়া তাঁর তিনটি দীর্ঘ কবিতা, ভিনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস, দা রেপ অফ লিউক্রিস এবং দা ফিনিক্স অ্যান্ড দা টারটল একত্রে ছাপা হয়েছিল একটি সংকলনে। এ ছাড়া তিনি আর কি কোনও ছোট কবিতা লেখেননি?

গ্যারি টেইলরের আবিষ্কারটি চমকপ্রদ হলেও এক কথায় অবিশ্বাস করাও যায় না। মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস হলেও এই আমেরিকান যুবকটি শেকসপিয়ার-চর্চায় প্রভূত যোগ্যতার অধিকারী। সব মিলিয়ে দেখার জন্যই তিনি বড়লিয়ান গ্রন্থাগারে শেকসপিয়ারের সব লেখার প্রথম লাইনের সূচি মিলিয়ে দেখছিলেন। সেখানেই তিনি একটি লাইন দেখতে পান, শ্যাল আই ডাই? শ্যাল আই ফ্লাই? এ লাইন তিনি আগে পড়েননি। কোথায় এই লাইন আছে খুঁজতে খুঁজতে গুদাম থেকে একটি খাতা পাওয়া গেল। খাতাটি চামড়ায় বাঁধানো। লাল রিবন দিয়ে বাঁধা। খাতাটি সপ্তদশ শতাব্দীর একটি কাব্য সংকলন, কোনো

অভিজাত ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য কোনো পেশাদার লেখক দিয়ে তাঁর পছন্দ মতন কবিতাগুলি লিখিয়েছিলেন। এর মধ্যে শেকসপিয়ারের দুটি কবিতা আছে, অন্যটি পরিচিত। কাগজ, কালি, হাতের লেখার বয়েস এখন সহজেই পরীক্ষা করা যায়। সে সব পরীক্ষায় খাতাটি পাশ করেছে। তা ছাড়া কম্পিউটারে রচনা পদ্ধতি পরীক্ষারও ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক লেখকেরই বিশেষ বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক থাকে, তাঁদের সমগ্র রচনাবলী থেকে এই ধরনের নিজস্ব শব্দ ব্যবহার পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়, কম্পিউটার তা অনায়াসে বলে দিতে পারে। গ্যারি টেইলর কম্পিউটারের সমর্থন পেয়েছেন। এবং কবিতাটি তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের আশু প্রকাশিতব্য সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

অনেক পণ্ডিত যেমন গ্যারি টেইলরের আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনই সংশয় প্রকাশও করেছেন কেউ কেউ। সংশয়বাদীদের আপত্তির কারণ, কবিতাটি হালকা ধরনের, মহাকবির উপযুক্ত নয়।

৯০ লাইনের এই কবিতাটি হালকা ধরনের ঠিকই। এটি প্রেমের উচ্ছ্বাসময় এক গাথা, যা অনায়াসে সংক্ষিপ্ত হতে পারত। একই শব্দ নিয়ে পান করা শেকসপিয়ারের অন্যতম মুদ্রাদোষ। কবিতাটিতে মিল দেবার ঝোঁক অত্যন্ত বেশি, তাতেই মনে হতে পারে, কোনো বড় কবি তাঁর প্রতিভা-উন্মেষের প্রথম দিকে একটা হালকা বিষয় নিয়ে ছন্দ-মিলের পরীক্ষা করছেন। বাংলায় দ্রুত ভাবানুবাদ।

আমি কি প্রাণ দেব? আমি কি উড়ে যাব?
প্রেমের প্রলোভন এবং প্রতারণা
দুঃখ প্রসবিনী?
আমি কি দূরে রবো? আমি কি কাছে যাব?
আমি কি প্রকাশিব না করি অনুতাপ
আমার আচরণ?

সকল দিক ছেয়ে তাহার রূপলেখা
আমাকে বাঁধে যেন অমর ক্রীতদাস।
যদি সে ভ্রূকুটায় আমি যে মরি শোকে
বিষাদে ডুবে যাই, ভুলি যে সব সুখ!

তবুও নিরুপায় আমার ভোগতৃষা
দেখাতে হবে খুলে, প্রেমের যন্ত্রণা
বাড়ে যে দিন দিন!
যদি সে হাসি দেয় নির্বাসনে যায়
আমার সব জ্বালা, যদি সে তোলে ভুরু
বিষাদে দুরু দুরু আমার সব সাধ
ওরে ও সন্দেহ, তুই যা দূরে যা
আমাকে জ্বালাপোড়া করিস নিশিদিন
সমূলে সব কিছু নিয়ে যা উড়ে যা
এখন প্রেমে আমি হয়েছি বলীয়ান!

আমার প্রিয়তমা তাকে কী দোষ দেব
দোষেরও দোষ নেই, এবার প্রমাণিব
তাহার প্রীতিকণা
যতন নিতে হবে, দেখি না সে কী বলে
সুখের আশ্বাস, কিংবা মুখ-ফেরা
অথবা পরিহাস
যা হয় হোক তবু সইব সব কিছু
যাতনা দিলে যদি সে পায় কৌতুক,
সেটুকু মেনে নেব
রূপের পাশে থাকে কিছুটা মরুভূমি

কিছুতে মোছে না তা, ভুলের বোঝা বাড়ে
ভুলের ধুলো মেশে।

যেন সে একদিন স্বপ্নে এসেছিল—
যদিও হায় সব স্বপ্ন চলে যায়।
যেমন মরীচিকা
আমার প্রিয়তমা, আমার কবুতরী
কয়েছি কত কথা, হেঁটেছি তার পাশে
নিরালা প্রান্তরে
দুদিকে কী যে গেল, কিছুতে চোখ নেই
অনেক দূর এসে আকাশ যেথা মেশে বসেছি
সেইখানে
নিবিড় পাশাপাশি ওষ্ঠাধরে মিল
বাহুর বন্ধনে বেঁধেছি সেইখানে হৃদয় সম্পদ।

তখন সুপবন পেয়েছে কত খেলা
লোভীর মতো এসে উড়িয়ে দেয় তার
সোনালি কেশরাশি
এমন খেলা যেই দু'চোখ ভরে দেখি
অমনি চোখ যায়, রূপের ঝাপটায়
অবশ অনুভূতি
মায়ায় বাঁধা যেন দৃষ্টি থমকানো
এমন রং কোনো মানবী তনু ধরে
রূপের এই জোর হল রূপান্তর
আমার ভালোবাসা ঊর্ধ্বে উঠে যায়।
অলকদামে ঘেরা ললাটখানি তার

কোমল সমতল যেন বা মখমল
শুভ্র সুন্দর
নিপুণ ভুরুরেখা আকাশে যেন আঁকা
সেখানে জ্বলে দুটি তারকা ঝিকিমিকি
প্রেমের জয়ে জয়ী
কপোল দুটি ছেয়ে সূক্ষ্ম দেখা যায়
দুধে ও আলতায় হয়েছে মেশামেশি রূপের নব বিভা
যতই চেয়ে দেখি, ততই বাড়ে নেশা
যতই নেশা তত তৃষ্ণা জেগে ওঠে।

ওষ্ঠ দুটি রাঙা যেন বা চাঁদ ভাঙা
এমন মধুরিমা মিষ্টতর হয়
পুরুষ ঠোঁটে মিশে
সেখানে বিনিময় সুখের অধীরতা
এবং আরও চাওয়া
চিবুক যায় জিনি একটি লহমায়
বিশ্ব নিখুঁতের সকল রং-রেখা
মরাল গ্রীবা তার মসৃণতা যেন
মূর্তি ধরে আছে এমন সৌষ্ঠব।

বক্ষ উপহার তুলনা নেই তার
সুগোল চূড়া দুটি যদিও কাছাকাছি
তবুও দূর দূর
কভু কি ছোঁয়া যায় এমন সুন্দর
এমন দুর্লভ এ দুটি চুম্বক
পরশে বিস্ময়

প্রকৃতি যেন তার উজাড় করে দেওয়া
সকল গুণ দিয়ে করেছে নির্মাণ;
কোথাও নেই এক বিন্দু মলিনতা
সে যেন পৃথিবীর রূপের মহারানি।

স্বপ্নে যে প্রহর ছিলাম সমাহিত
ছিল না কোনো ক্ষোভ, ছিলাম ভাসমান
সাগরে সুখস্রোতে
চক্ষু মেলে দেখি কোথাও কিছু নেই
কোথায় ধ্রুবতারা, কোথায় সুখ এই
আঁধার নিরাশায়।
বুঝেছি সুতরাং এবারে জেগে উঠে
আমাকে যেতে হবে আমাকে পেতে হবে
হৃদয় যাকে চায়
কিছুতে দেরি নয়, নিমেষও বড় বেশি
সে যদি চলে যায় রইবে বুক ভরে অনল অনুতাপ।

1
Shall I die? Shall I fly
Lovers baits and deceits,
sorry breeding?
Shall I fend? Shall I send?
Shall I shew, and not rue
my proceeding?
In all duty her beauty
Binds me her servant for ever.
If she scorn, I mourn, I
retire to despair, joying never.

2

Yet I must vent my lust
And explain inward pain
by my love breeding.
If she smiles, she exiles
All my moan; if she frown,
all my hopes deceiving
Suspicious doubt, O keep out,
For thou art my tormentor,
Fly away, pack away,
I will love, for hope bids me venter.

3
Twere abuse to accuse
My fair love, ere I prove
her affection.
Therefore try! Her reply
gives thee joy–or annoy,
or affliction.
Yet howe'er, I will bear
Her pleasure with patience, for beauty
Sure will not seem to blot
Her deserts, wronging him
doth her duty.

4
In a dream it did seem
But alas, dreams do pass
as do shadows—
I did walk, I did talk
With my love, with my dove,
through fair meadows.
Still we passed till at last
We sat to repose us for our pleasure.
Being set, lips met,
Arms twined, and did bind

my heart's treasure.

5
Gentle wing sport did find
Wantonly to make fly
her gold tresses,
As they shook I did look,
But her fair did impair
all my senses.
As amazed, I gazed
On more than a mortal complexion
Them that I love can prove
Such force in beautys inflection.

6
Next her hair, forehead fair,
Smooth and high, next doth lie
without wrinkle,
Her fair brows, under those,
Star-like eyes win loves prize
when they tinkle.
In her cheeks who seeks
Shall find there displayed beauty's
banner,
Oh admiring desiring,
Breeds as I look still upon her.

7
Thin lips red, fancys fed
With all sweets when he meets,
and is granted
There to trade, and is made
Happy, sure, to endure
still undaunted,
Pretty chin doth win

Of all the world commendations,
Fairest neck, no speak;
All her parts merit high admirations

8
A pretty bare, past compare,
Parts those plots which besots,
Still asunder
It is meet naught but sweet
Should come near that so rare
Its a wonder,
No Mishap, no scape
Inferior to natures perfection,
No blot, no spot
Shes beautys queen in election

9
Whilst I dream, I exempt
From all care, seemed to share
pleasures in plenty,
But awake, care take—
For I find to my mind
pleasures scanty
Therefore I will try
To compass my heart's chief contenting
To delay, some say,
In such a case causeth repenting.
——William Shakespeare

সময় তখন খেলার সঙ্গী

ধোঁয়া লাঞ্ছিত শহুরে বাতাস, তবু আচমকা চাঁপার গন্ধ
এদিকে ওদিকে তাকাই ফুলের
কোনো দিশা নেই
কোনো রূপ নেই
চেনা মানুষের অচেনা চাহনি
চেনা রাস্তায়
দিক বিভ্রম
ভ্রম নিয়ে বাঁচি, ভ্রম নিয়ে খেলি, ভ্রম নিয়ে কাটে সকাল সন্ধে!

এবং মধ্যরাত্রেও খেলা, জীবনধারণ অমৃত পাত্রে
তারা জগতের একটি বিন্দু,
এই পৃথিবীর
পরিসীমা নেই
আর কেউ নেই, বিছানার পাশে নারীটিও নেই
সবই অদৃশ্য
চেতনা বিশ্বে এক মুহূর্ত, একটু হাসির শব্দ মাত্র

ঘুমের মধ্যে অন্য মানুষ, ভ্রমণে ত্রস্ত প্রতিটি অঙ্গ
ঘুমে ছায়া নেই, ঘুমে রং নেই
স্বপ্নের ঘুমে
ফুঁপিয়ে কান্না
বহুকাল মৃত পিতার সঙ্গে
সংলাপ চলে।

না-বলা কথার
চোখের পলকে স্থির যৌবন, ফিরে আসে সব খেলার সঙ্গী।

সহসা ফিরে দেখা

একটা দেশ ছিল, মা বলে ডাকা হত
নিজের ঘরখানা কখনও দেশ নয়, পৃথিবী আবছায়া
শখের টুকিটাকি, বাইরে হাহাকার
দু' চোখ বুজে থাকা, দু' কানে তুলো গোঁজা, কেমন বেঁচে
থাকা?

বাইরে যাও তুমি নদীর ধার ঘেঁষে
স্বপ্ন দেখা নয়, শুধুই ছবি নয়, সামনে বাস্তব
শীর্ণ অঙ্গুলি, অচেনা মুখগুলি
কথার কথা দিয়ে তুমি কি ফিরে যাবে নিরালা জানলায়?

শরীর ঘোরে ফেরে, জীবন দু' রকম
একটা জানলায়, একটা মাঝে মাঝে নদীর কিনারায়
জীবন শুধু নয়, হৃদয়ে দুটি ভাগ
প্রথম আধো-চেনা, চেনারও ভ্রম হয়, দ্বিতীয় পলাতক।

কিছুটা ভালোবাসা, কিছুটা উচ্চাশা
এ হাতে পূর্ণতা, ও হাতে মরীচিকা, নিছক পাগলামি
জয়ের গরিমায় দামামা যে বাজায়
দেখেছ মুখখানা, সেও তো ঘন ঘন পেছন ফিরে চায়!

যে নিল সন্ন্যাস, সে-ও নার্সিসাস

দু’ হাতে বরাভয়, নিম্ন উদরেও লুকিয়ে রাখা ভয়
এ দিকে ডিডেলাস, ও দিকে ইকারুস
স্বর্গে সশরীর যুধিষ্ঠির তবু যেমন ঢাকে চোখ।

জীবন কেটে যায়, সহসা ফিরে দেখা
নারী ও নর্মের অমৃত ঘেঁচে কেন ওষ্ঠ বিস্বাদ
সত্যি? নাকি এও শখের হা-হুতাশ
মানুষ দূরে থাক, উচ্চাসনে শুধু বসাব মানবতা?

সাত সকালে নীরা

শায়ার ওপর পুরুষ-জামা, সাত সকাল নীরা
চিরুনি-ভোলা খোলা চুলের চালচিত্রে মুখ
পেস্ট না ছোঁয়া ঠোঁটে এখন ঘুম ভাঙার গন্ধ
হাত দু’খানি নিরাভরণ, কানের লতি মুক্ত
জানলা খুলে এক ঝলক বাতাস মেখে নিলে...

প্রসাধনহীন নীরা হঠাৎ এ ভোর বেলা আমাকে সুদূরে নিয়ে গেল

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা লক্ষ বছর আগে
নদীর নাম সরস্বতী, অথবা নামই ছিল না
বৃক্ষটিও শাল্মলী বা শিংশপার মতন
তার ছায়ায় আগুন মাখা সেই গোধূলি বেলা
গাছের ছাল ঘিরে রেখেছে অর্ধতনু, চুলে
ধুলো কিংবা ফুলের রেণু, একটি লোভী ভ্রমর
তোমার ওষ্ঠাধরের মধু পানের আশায় ঘুরছে

কালিদাসের উপমা চুরি, হয়তো মার্জনীয়
তুমি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গিতে হানলে এক বিদ্যুৎ
ঠিক তখনই বৃষ্টি এল, তুমি বসন খুলে
নেমে পড়লে নদীর জলে, নদীটিও তো নগ্ন
দুলতে লাগল স্রোতের ধারায় তিনটি বুনো হংসী

আমাদের বনবাস, সেই স্মৃতি, একটুও মলিন হয়নি আজও দেখ

কয়েকখানা পাতায় ঢাকা কোমর, আমি কাছেই
লগুড় হাতে দাঁড়িয়েছিলাম, তখনো বাল্মীকি
ক্রৌঞ্চবধে উচ্চারণ করেননি তাঁর শ্লোক
আমার কোনো ভাষা ছিল না, তবু রূপের বিভায়
যেন ক্ষণেক অন্ধ হয়ে পড়ছি ভূমিতলে
অস্ত্র ফেলে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে প্রকৃতিকে
যেন তুমিই, তুমিই নীরা, করেছি কত আদর
হীরা পাথর, চুনী পাথর, মাটিতে সোনা রুপো...

এবার বাথরুমে যাবে, সারাদিন অন্য ছবি, সব প্রয়োজন অকারণ

'সারাদিন ছুটি আজ...'

সারাদিন ছুটি আজ কারখানা বন্ধ
সারাদিন ছুটি আজ পাঠশালা বন্ধ
উনুন জ্বলেনি আজ খাওয়াদাওয়া বন্ধ
বহুদিন বহুরাত সব কিছু বন্ধ
কেউ কেউ অভিমানে, কেউ রাগে অন্ধ

সারাদিন ছুটি আজ কারখানা বন্ধ
হাওয়া বয় শনশন পচা-পচা গন্ধ
উনুন জ্বলেনি আজ, খাওয়াদাওয়া বন্ধ
ধিকিধিকি জ্বলে খিদে, তবু চলে দ্বন্দ্ব
গেটে ঝোলে বড় তালা, কারখানা বন্ধ
সংসার ভেঙে যায়, বাড়ে খানাখন্দ
কাজ নেই, কাজ নেই, সব কিছু বন্ধ
বলো দেখি, কে যে ভালো, আর কে যে মন্দ
উনুন জ্বলেনি আজ কারখানা বন্ধ
কাজ চাই, কাজ নেই, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব
ওদিকে অভাব নেই, নাচ-গান-ছন্দ
ওদিকে মাংস-মদ, আতরের গন্ধ
এদিকে শিশুরা কাঁদে মা-বাবারা অন্ধ
খেলা নেই, পড়া নেই, সব কিছু বন্ধ
ধিকিধিকি খিদে জ্বলে, তবু এত দ্বন্দ্ব
কেড়ে খেতে পারো নাকি? কপালটা মন্দ
কপাল দু’ হাতে নয়? চোখ বুঝি অন্ধ?

সারাদিন সারারাত, কারখানা বন্ধ...

স্থির মুহূর্ত

ওদের একটু চুপ করতে বলল, আমি আপাতত
নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কথা বলছি

গেট ঠেলে সবাই ঢুকে পড়ছে পরের বাড়িতে

কেউ দেখছে না সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে
কত সোনার বোতাম

ঝুল বারান্দায় একটি স্বচ্ছ নারীমূর্তি, তাকে ভেদ করে যাচ্ছে
পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম রশ্মি
বেতের চেয়ারে আধো ঘুমন্ত পিতামহের দিকে
খলখল করে হাসতে হাসতে মৃত্যু এগিয়ে আসছে
একটি বালকের রূপ নিয়ে
ওকে একটা খেলনা দাও না, একটা সীমান্ত যুদ্ধ
যারাই পরের বাড়িতে আসে, গেটে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে
পাপোশে সিগারেটের ছাই ফেলে কেউ কেউ তাকায় অপরাধী চোখে
ওদের সবাইকে স্থির মুহূর্ত দাও
আমি আপাতত নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে কথা বলছি
স্থির মুহূর্ত, স্থির মুহূর্ত!
ঝুল বারান্দার রমণী এবার ঝাঁপ দেবে সায়াহ্নের দিকে
সবই পূর্বকল্পিত, ভবিষ্যতের ছবির মতন
তার আগে আমি জরুরি কথাবার্তা সেরে নিচ্ছি
এখুনি স্থির মুহূর্তের সঙ্গে জুড়ে যাবে দুটি ডানা।